শ্রীশ্রীহরি শরণং

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগীতা

সুন্দরী কৃষ্ণগীতেয়ং শ্রীকৃষ্ণায় প্রদীয়তে।

গৃহাণ ভগবন্ কৃষ্ণ ত্বং ভূত্বা বরদোবরঃ॥

শ্রীধর স্বামীকৃত ব্যাখ্যা সহিত।

প্রথম খণ্ড।

হাটখোলা সাধারণ হরিসভা হইতে

প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য

কর্ত্তৃক সমালোচিত।

সূর্য্যপ্রেস

২৭৯।৮০ নং অপার চিৎপুর রোড় শোভাবাজার,—কলিকাতা।

শ্রীনীল কমল বাগ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দঃ ১৩০৩।

সমালোচনা।

"শ্রীশ্রীকৃষ্ণগীতা"

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্য্য কৃত)

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে যে প্রকার পবিত্র ধর্ম্মভাবের পুনরুদ্দীপন লক্ষিত হইতেছে তাহাতে ইদানীন্তন প্রয়োজন সাধনোপযোগী উপযোক্ত গ্রন্থখানি বাঙ্গলা প্রেস হইতে উচিত সময়েই বাহির হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকখানি একখানা বৃহৎ গ্রন্থের প্রথমখণ্ড বলিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং সুযোগ পাইলে তিনি সমগ্র গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, প্রধান প্রধান ধর্ম্মবিষয়গুলি সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান বিস্তার করা ও যে ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মত আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের মনে নানারূপ সন্দেহ উৎপাদন করিতেছে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতখণ্ডনকরতঃ উক্ত সন্দেহ নিরাস করা এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিগণের মনে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা।

যেমন "ইমিটেশন্ অব্ ক্রাইষ্ট" (যীশু খ্রীষ্টের অনুকরণ) নামক গ্রন্থের পূর্ব্বতন সংস্করণে এই পুস্তকের গ্রন্থকার খৃষ্টীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক "বাইবেল" হইতে নানা অংশ উদ্ধৃত করিয়া ঐ উদ্ধৃত বাক্যগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যাকরতঃ সমালোচনা দ্বারা তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন সেইরূপ বর্ত্তমান পুস্তকের প্রথমখণ্ডে ও গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্গভাষায় তাহাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবা স্বকীয় যুক্তি ও গবেষণা এবং নানাশাস্ত্র হইতে যথাস্থানে উদ্ধৃত শ্লোকাদি দ্বারা ঐ সকল কলিতার্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সমস্তই গ্রন্থকার সমালোচনা বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন এবং উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দ্বারা যে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে তৎসমুদয়েরই তিনি সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার এই ১ম খণ্ডে প্রধানতঃ চারিটী বিষয়ের সমালোচনা করিয়াছেন ;

প্রথম বিষয় :—অসীমগুণ সম্পন্ন, যাঁহারা যিনি বিবিধনামে অভিহিত হইয়াছেন সেই একমাত্র ভগবানের নামসমূহের প্রকৃত অর্থ জানিবার অভিপ্রায়ে আন্তরিক ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে এবং নম্রভাবে ঐ নামসমূহ কীর্ত্তন করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ।

দ্বিতীয় বিষয় :—হিন্দুধর্ম্মের উদারতা অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস ও তৎ বিশিষ্ট বিস্তৃত সীমার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপাসনাকারী ও ভিন্নমতাবলম্বী হিন্দু ও অহিন্দু সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার সর্ব্বাগ্রগণী শক্তি। গ্রন্থকার স্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন যে কালী, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি যদি সেই অদ্বিতীয় সত্যরূপী, পরম পবিত্র শ্রেয়ের অনন্তভাবাত্মক স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় একই ভগবানের বিভিন্ন আকার বলিয়া বিশ্বাস না করা হয় তবে কালী, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি এই সকল নামের কোনও সার্থকতা না থাকিয়া [illegible]
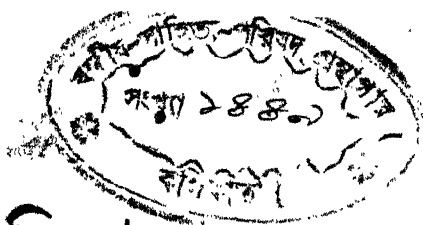
ভূমিকা।

সাধারণ জগতে প্রচলিত গীতার মধ্যে ভগবতগীতাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু পরপ্রেমরূপাভক্তিপ্রার্থী বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। প্রেমময় গোবিন্দ রাম-গীতায় এবং ভগবতগীতায় একরূপই যথার্থ বস্তু নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেবল পাত্র প্রভেদেই ফলের তারতম্য হইয়াছে। জগৎ-ভানুকিরণ সর্ব্বত্রই পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল সুমার্জ্জিত তৈজস পাত্রেই তাহার অনুরূপ প্রতিবিম্ব ফলিত দেখা যায়। হরির প্রিয়সখা বৈষ্ণবচূড়ামণি ধনঞ্জয় ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু অর্জ্জুন বাসুদেব মুখে গীতাতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ভগবান বাসুদেবকে পরমেশ্বররূপে পূজা করাই শ্রেয়স্কর বুঝিয়াছিলেন। ফলতঃ পরপ্রেমরূপা-ভক্তি-প্রয়াসী বৈষ্ণব-গণের বাসুদেবকে পরমেশ্বর জ্ঞানে অকামভজনা করাই যে একমাত্র শ্রেয়স্কর তাহা নয়। বদন্তিচৈবতেকস্যাতেজ স্তেজস্বিনাবিনা। তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্মতেজস্বিনং পরং। অর্থাৎ নিরাকার বাদীগণ যে তেজের উপাসনা করেন সে তেজ কোন তেজস্বীরূপের তেজ বিনা স্বয়ং তেজ হইতে পারে না অতএব জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্যামল দ্বিভুজবেণু-পাণি গোবিন্দেরই তেজ। তিনিই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণপ্রেমময়-

মূর্ত্তি। রাধা ভিন্ন পদার্থ। তাহার পর আর পদার্থ নাই। সেই রাধাকৃষ্ণপ্রেমানুভবকরাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। বাসুদেব কৃষ্ণের চতুর্ব্যূহমূর্ত্তির একব্যূহ মাত্র। তাহার ভজনাতে পর-প্রেম পাইবার সম্ভব নাই। বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি গীতা হইতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমানুভব করাই যে জীবের কর্ত্তব্য তাহা বহুযত্নে উদ্ধার করিয়াছেন। রসময় গোবিন্দে বিধির অবাধ্য হইয়া ভগবৎ আনুকুল্যে ভজনা করাই পর-প্রেমার্থী বৈষ্ণবের একমাত্র কর্ত্তব্য। নারায়ণ ভগবৎগীতায় এইরূপ শতশত উপদেশ করিলেও বিধিকিঙ্কর ধনঞ্জয় তাহার সারগ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই হেতু হরি পুনর্ব্বার প্রেমময় প্রিয়বন্ধু উদ্ধবের প্রতি কৃষ্ণগীতা উপদেশ করিয়াছিলেন। রসরাজ ভক্ত উদ্ধব ও পরপ্রেমরূপাভক্তির সারগ্রহণ করিয়া মৈত্রেয় ঋষিকে জগতে বিস্তার করিবার নিমিত্ত তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। জীবের সৌভাগ্য-ভাস্করের অনুদয় বশতঃ গিরিগুহা-গত হেমকান্তমণির ন্যায় তাহা অপ্রকাশিত রহিয়াছিল। পরমদয়ালু শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ-রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাই নিখিল জীবের প্রতি বিতরণ করিয়াছেন। তথাচ জীবের দুরদৃষ্ট প্রবলতা হেতু সাধারণ সমাজে অদ্যাপি ঐ পরপ্রেমরূপাভক্তি প্রকাশিত হইতেছে না। সর্ব্বান্তর্যামী চৈতন্য ইদানীং আমার অনুচৈতন্যে আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-গীতা প্রকাশ করিতে-ছেন। নচেৎ মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের অসদৃশ সাহস কদাচই সম্ভব হইত না। ইহা বিস্তারে যে কি ফল ফলিবে তাহা কৃষ্ণ চৈতন্যই জানেন।

বিজ্ঞাপন।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।

অধুনা সমালোচনা করিতে হইলে গীতারই সমালোচনা করা কর্ত্তব্য।

নিখিল শাস্ত্রে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, গোবিন্দই পরাৎপর ব্রহ্ম। বহুশাস্ত্রালোচনায় যে পদার্থ নির্ণীত হইবে, সেই ব্রহ্মণ্যদেব গোবিন্দের মুখপদ্ম হইতে এই গীতা গীত হইয়াছে।

আর্য্যসমাজে বহুপ্রকার গীতা দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত অধ্যাত্মরামায়ণে হরি রামরূপে শ্রীমুখে লক্ষ্মণের প্রতি যাহা কহিয়াছেন, তাহার নাম রামগীতা। এবং ভারতে প্রিয়সখা অর্জ্জুনের প্রতি যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার নাম ভগবদ্গীতা। মহাভাগবতে ভগবতী প্রিয়ভক্ত হিমালয়কে ভগবতীগীতায় উপদেশ করিয়াছেন। পুনশ্চ দেবীভাগবতে ভগবতী দেবীগীতায় হিমালয়কে ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, এইরূপ আর্য্য গ্রন্থমাত্রেই যে যে স্থলে ভগবান বা ভগবতী ভক্তিপ্রেমতত্ত্ব উপদেশচ্ছলে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই আর্য্যসমাজে গীতা নামে পরিচিত। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী গীতা ভিন্ন শিবগীতা

গুরুগীতা প্রভৃতি আরও গীতা সংখ্যা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণগীতার অভাব, বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশে অন্যান্য গীতার কথঞ্চিৎ প্রচলন দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণগীতার প্রচলনাভাবে কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধুর অনুরোধে, অক্ষমতা স্বত্ত্বেও বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব কৃষ্ণগীতা প্রচালনে অভিলাষী হইয়াছি। যদি এখন জনসাধারণের সহানুভূতি পাই, তবে হয়তঃ সেই জগদ্ধাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রচালন কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। ক্বাহং মন্দমতিঃ ক্বেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ শ্রীধর স্বামি প্রভৃতি বৈষ্ণব শিরোমণিগণ ঐ কথাটি সভয়ে বলিয়া পরপ্রেম গ্রন্থ শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মাদৃশের অসমসাহসে সাধুর কৃপাই একমাত্র সম্বল।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং। প্রেমানন্দং শচীসুতং॥ যৎকৃপালেশমাত্রেন। গুরুর্মে বৈষ্ণবোত্তমঃ॥ বৈষ্ণবানন্দমিশ্রোসৌ। কুলাদির্মমগৌতমঃ॥ ত্রিশতায়ুর্যুবারূপঃ শ্রীগৌরাঙ্গেন সংগতঃ ত্যক্ত্বা ভূতময়ং দেহং শ্রীনৃসিংহপদং গতঃ।

নমো গোকুলচন্দ্রায় গুরুবে জ্ঞানদায়িনে নিত্যানন্দ স্বরূপায় মাম্প্রসীদকৃপানিধে।

নিবেদক

শ্রীবিশ্বেশ্বরভাগবতাচার্য্যঃ।
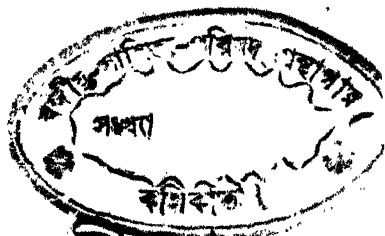
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগীতা।

মযোদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্ম্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রম কুলাচারম্ অকামাত্মা সমাচরেৎ॥
অন্বীক্ষেত বিশুদ্ধাত্মা দেহিনাং বিষয়াত্মনাং।
গুণেষু তত্ত্বধ্যানেন সর্ব্বারম্ভ বিপর্য্যয়ম্॥ ১॥

অন্বয়ঃ। ময়োদিতেষু স্বধর্ম্মেষু অবহিতঃ মদাশ্রয়ঃ অকামাত্মা বর্ণাশ্রম কুলাচারন্ সমাচরেৎ॥ ১॥

সমালোচনা।

নম স্ত্র্যম্বক নাথায় কৃষ্ণভক্তি প্রদায়চ।
নমস্তে জ্ঞান গুরবে অর্দ্ধনারীশরূপিনে।
শ্রীভগবান উবাচ;—ময়োদিতেম্বিতি।

হরি বলিলেন, উদ্ধব আমি নারদরূপে নারদ পঞ্চরাত্রি প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ ভজনের উপদেশ করিয়াছি, জীব আমার ঐরূপ ভজনা করিলেই পরমানন্দ অনুভব করিতে পারে যথা;—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড মোক্ষকাণ্ড এই কাণ্ড

ত্রয়ই পরমানন্দলাভের একমাত্র কারণ। কলিতে উক্ত কাণ্ড ত্রয় বিহিত অনুষ্ঠানে আনন্দ লাভের সরল উপায় নাই, তাহাই যেন হরি নারদরূপে বলিয়াছেন ;—

বারত্রয় নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

অর্থাৎ কলিতে কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড মোক্ষকাণ্ড অনুষ্ঠান করিয়া কদাচই আনন্দ হইবে না। কেবল একমাত্র পরিণাম ধন হরিনাম আশ্রয় করিলেই জীব ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। তথাচ ;—

নাম্নোঽপি যাদৃশী শক্তি পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবত্ কর্ত্তুম্ ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ॥

তাই বৈষ্ণব শিরোমণিগণ বলিয়া থাকেন, একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে। পাতকীর কি আছে সাধ্য তত পাপ করে। এবং যুগাধিপতি কলি স্বয়ং বলিয়াছেন যথা ;

কলেৰ্দোষনিধেরাজন্ অস্তিহ্যেকো মহান্‌গুনঃ।
কীর্ত্তনাদেবকৃষ্ণস্যমুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ কলি, রাজা পরীক্ষিত কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শেষ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, মহারাজ আমি দোষের সাগর হইলেও আমার একটি মহাগুণের কথা বলিতেছি। জীব আমার অধিকার কালে যজন যাজনাদি করিতে না পারিলেও কেবল হরির কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়াই মুক্ত হইতে পারিবে। বাস্তবিক কৃষ্ণ নামের ইহাই অর্থ যে "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দঃ নশ্চনির্বৃতি বাচকঃ।" অর্থাৎ কৃষি অর্থ জন্ম ন অর্থ জন্মের নিবারণ এই জন্ম নিবারণ যাহার নাম উচ্চারণ করিলে হয় তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এবং কৃতে বদ্ধ্যায়তো

বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতোমখৈর্দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্ত্তনাৎ। অর্থাৎ সত্যযুগে হরি চিন্তা করিলে, ত্রেতায় যজ্ঞে আহুতিদান করিলে, দ্বাপরে হরিপূজা করিলে যেরূপ মুক্তিলাভ হইত, কলিতে একমাত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই সেইরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। কলিকালে শাক্তবৈষ্ণব প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ই নাম ভজনের বিরোধি নহে। বিশ্বসার তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন।

দুর্গা দুর্গেতিবাণী প্রসরতি গিরিজে যস্য বক্ত্রাৎ কদাচিৎ কিং ব্রুমস্তস্য ভাগ্যম্ প্রমথগণপতিঃ সাবধানো যদর্থে কৃত্বাং কেপাতি নিত্যং সুতমিব কমলা তস্তু নারায়ণোপি ব্রহ্মা শীর্বাদমুচৈ র্নিরবধি কুরুতে সন্তি বাক্যম্ যশোপি, অর্থাৎ, হে গৌরি! তোমার দুর্গা নাম যাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে লক্ষ্মীনারায়ণ উভয় সন্তানের ন্যায় ক্রোড়ে লইয়া প্রতিপালন করেন। প্রমথগণপতি তাঁহার ভয়ে সাবধান হইয়া কাল যাপন করিতে থাকেন। ব্রহ্মা তাঁহার মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন।

আমার বিধি অন্যথা হউক তথাচ যেন দুর্গানামকারির অমঙ্গল হয় না। অধিক কি স্বয়ং কালের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কাল ইষ্টালাপ করিয়া অপগমন করিয়া থাকেন। অতএব কলিতে নাম কীর্ত্তন করাই সর্ব্ববাদি সম্মত মুক্তির প্রতিকারণ। নাম এবং মন্ত্র উভয় জপ করিলে, জীব কৃতকার্য্য হইতে পারে কিন্তু মন্ত্রার্থ না জানিয়া মন্ত্র জপ করিলে ফললাভ করা দুঃসাধ্য। অর্থাৎ ক্লীং এই কৃষ্ণ মন্ত্রটি জপ করিলে যদি ক, ল, ঈ, ং ইহা না দেখিয়া নবজলদকান্তি

শ্যামসুন্দর দেখিতে পায়, তবেই তাহার মন্ত্রজপ সফল হইল। নচেৎ ক, ল, ঈ, ং যতক্ষণ দেখিবে কদাচ তাহার ফললাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু নাম জপের প্রতি এরূপ শাসন নাই। হেলা, শ্রদ্ধা যেরূপে হয় একবার হরিনাম উচ্চারণ করিলেই কৃতকার্য্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন, "তুলসী! আত্মারামকো ঋজ-ভজো আউরখিস্ উল্টাক্ষিতিমে বীজবপেতো উপরজায় শীষ" অর্থাৎ হে তুলসী! পরমাত্মারূপী রামচন্দ্রের নাম প্রণব-পূর্ব্বক, শ্রীপূর্ব্বক, জয়পূর্ব্বক, সীতা পূর্ব্বক অথবা রাম্ রাম্ মরামরা যেরূপেই হউক উচ্চারণ করিলে, অভেদান্নাম নামিনোঃ অর্থাৎ রাম এবং রামের নাম দুইয়ের অভেদ হেতু তুল্য ফলই হইবে। যেমন কৃষকেরা ক্ষেত্রে বীজবপণ করিলে যে বীজ উত্তানরূপে পতিত হয়, যে বীজ অনুত্তান রূপে পতিত হয়, যখন তাহাদের অঙ্কুর উদ্গম হইলে সকল অঙ্কুরই উর্দ্ধগত দেখা যায় এবং সাঙ্কেত্যস্ পারিহাস্যম্বা স্তোভম্ হেলনমেববা বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণম্ অশেষাঘহরম্ বিদুঃ বৈকুণ্ঠ হরির নাম সঙ্কেতেই হউক, পরিহাসেই হউক, হেলাতেই হউক, একবার উচ্চারিত হইলেই নিখিল পাপ বিনাশ করিয়া থাকেন। অজামীল একটী প্রসিদ্ধ লম্পটাগ্রগণ্য ছিলেন; মরণকালীন দাসী-গর্ব্ভজাত নারায়ণ নামা নিজ সন্তানকে একবার ডাকিয়া-ছিলেন, তাহাই তিনি নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া-ছিলেন। রত্নাকর একটী দস্যুর অগ্রগণ্য দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন;

নারদ মুখ হইতে মরা মরা এইরূপ শব্দ শুনিয়া তাঁহারই জপ করিতে করিতে শেষ বাল্মিকি নামে মহর্ষিত্বলাভ করিয়াছিলেন, "আপন্নঃ সংস্থতিম্ ঘোরাম্ জন্নাম বিবশোগৃণন্ ততঃ সদ্যোবিমুচ্যেত যৎবিভেতি স্বয়ম্ ভয়ম্।" অর্থাৎ ঘোর সংসার দাবানলে দগ্ধজীব কফাক্রান্ত কণ্ঠে যে, হরিনাম একবার উচ্চারণ করিলে, তৎক্ষণাৎ সংসার বহ্নি হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, যেহেতু কাল নামাপরাধভয়ে তাহাকে আর সংসার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পারে না। কপিল নারায়ণের প্রতি দেবহুতি বলিয়া ছিলেন, অহোবতঃ শপচোথো গরীয়ান্ যৎজিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ তে পুস্তপস্তে জুহুবুঃ সুস্নু রার্য্যাব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যেতে, অর্থাৎ হে নারায়ণ! যদি তোমার পবিত্র হরিনাম চণ্ডাল জিহ্বাগ্রেও উচ্চারিত হয়, তৎক্ষণাৎ সে চণ্ডালত্ব পরিত্যাগ করিয়া নরোত্তমত্ব লাভ করিতে পারে, বস্তুত হরিনামের এরূপই মাহাত্ম্য বটে, অকপটভাবে একবার উচ্চারিত হইলে, তপ, জপ, আহুতি, স্নান, প্রণব উচ্চারণ সকলই সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং "জন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাৎ অপিকচিৎ শ্বাদোপি সদ্যঃশবনায় কল্প্যতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন্ দর্শনাৎ।" কপিলমাতা বলিয়াছিলেন, হে বিষ্ণো! যে তোমার হরিনাম শ্রবণ করিলে, কীর্ত্তন করিলে, স্মরণ করিলে কুক্কুর মাংসভোজী চণ্ডালও সোমাদিযাগের হোতৃপদে তখনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তোমার সেইরূপ যখন দেখিয়াছি, তাহাতে আমার মুক্ত হইবার কোনও সন্দেহ নাই। কলিতে ধ্যান, আহুতি, পূজা দ্বারায় বজ্ররূপি হরির ভক্তিলাভ করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই চৈতন্যদেব হরিনাম মহামন্ত্ররূপ

মহাযজ্ঞই সাধারণের প্রতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুচিত্ব নাই, অশুচিত্ব নাই, যেরূপই হয়, গমন, ভোজন, শয়ন, হাসন, ভাসন, করিতে করিতে বাহুতুলিয়া হরি হরি বলিলেই জীব অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। পাষণ্ড কলিকালে জীব মন্দভাগ্য, রোগগ্রস্ত, দরিদ্রাভিভূত, জড়মতি, দুর্ম্মেধ, ইহাদের আর হরিনাম বিনা অন্য কার্য্যের অনুমাত্রও অধিকার নাই। জীব গোবিন্দ চিন্তা করিতে মনোনিবেশ করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিল, বরং নয়ন মেলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিল, নয়ন মুদিয়াই দেখিতে আরম্ভ করিল, সালক্ত-চরণ, রম্ভোরু, গিরিনিতম্ব, মৃগেন্দ্রকটী, করীকুম্ভকুচযুগ, করী-শুণ্ডবাহুযুগল, চম্পকাঙ্গুলি, শরতের পূর্ণচন্দ্রবদন, কুন্দদশন, বিম্বওষ্ঠ, তিলফুলসমনাসিকা, কমললোচন, সুদীর্ঘ নীলকেশ, বিচিত্রবেশ পরিধায়িণী, অষ্টালঙ্কার ভূষিতা, অশান্তমূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতেছে, এইরূপ যজ্ঞেশ্বরের হোম করিতে বসিয়া লোভগ্রস্ত হইয়া চিত্তের ক্ষোভতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। পূজারত কথাই নাই, স্পৃহণীয় বহুতর দ্রব্য লইয়া যজ্ঞপতিরপূজা করিতে বসিলেন, দ্রব্যমাত্র অবলোকন করিয়াই, রসনার লালারস সৃকদ্বয় দিয়া স্রোতে বহিতে আরম্ভ হইল। ইহাতে আবার শক্তি অর্চ্চনা করিতে হইলে ত কথাই নাই। কলিতে অনেক জাতীয় লোকের মনেতে এই সংস্কার জাগরুক রহিয়াছে যে, দেবতাকে পশুর দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হইবে এবং নিবেদিত পশু-গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মহাপ্রসাদও প্রাপ্ত হইতে হইবে। কর্ম্মকর্ত্তা পূজার পূর্ব্বে পশুক্রয় করিতে স্বয়ং চলিলেন, পশুর মেরুদণ্ডধারণ করিয়া পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করি-

লেন। ঠিক যেমন মাগড়িগুড় কিনতে যাইয়া খোলা বাদ দিতে হয়, ঐরূপ তখনি অনুমান হইল, শৃঙ্গ, অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ীত্যাগ করিয়া আটসের কি সাতসের মহাপ্রসাদ লাভ হইবে, প্রাতঃকালেই ধনে প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের নিস্পেষণ আরম্ভ হইল, চুল্লিকাস্থ পাকপাত্রে উষ্ণজল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, মহাপ্রসাদের পরিমিত লোক নিমন্ত্রিত হইল, এইত কলির পূজার ব্যবস্থা এ বিষয় ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরই হউন বা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডদরীই হউন, ইহারাত এ পূজা গ্রহণ না করিয়াই পারেন না, এইরূপ কি শাক্ত কি বৈষ্ণব ইহারা ধ্যান, জপ, হোম, পূজা প্রভৃতি উপাসনায় কাম, ক্রোধ, লোভাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কদাচই স্থির চিত্তে যজ্ঞপতিকে চিন্তা করিতে পারেন না।

এইরূপে মন্ত্রজপেও বিঘ্নবাহুল্যই দেখা যায়, "ধ্যায়েচ্চ মনসা মন্ত্রম্ বচসানপ্রকাশয়েৎ, নকম্পয়েৎ শিরগ্রীবৌ দন্তৌ-ষ্ঠম্ নৈবচালয়েৎ।" অর্থাৎ মন্ত্রজপ করিতে হইলে, করের অঙ্গুলিছিদ্র বারণ করিয়া বস্ত্র দ্বারায় দুইটী হস্ত একত্র করিয়া মন্ত্রজপ করিতে হইবে, হ্রস্ব, দীর্ঘ, বিন্দু, বিসর্গ প্রভৃতি সকলেরই উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

দন্তদর্শন, জিহ্বা চালন, ওষ্ঠকম্পন, গ্রীবাভঙ্গী পরি-ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু আমার হরিনামে ওরূপ কোন নিয়ম নাই, মধুর হরিনাম নেচেনেচে বল্, বাহুতুলে বল্, হেলেদুলে বল্, হৃদয় খুলে বল্, যেরূপেই হয়, একবার মাত্র প্রেমানন্দে হরি হরি বলিলেই ভবাম্ভোধি হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। যবন হরিদাস হরির, হরিনাম করিয়া যবনত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

দং ষ্ট্রী দ্রং ষ্ট্র হতোম্লেচ্ছঃ হারামেতি জপন পুনঃ নীচোপি মুক্তিং আপ্নোতিকিম্ পুনঃ শ্রদ্ধয়াগৃণন্। অর্থাৎ যবনেরা শূকরকে হারাম বলিয়া থাকে, দৈববশত একটী ম্লেচ্ছযবন বরাহ কর্ত্তৃক দন্তবিদারিত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থাতে বলিয়াছিল, "হারামেনহতঃ" অর্থাৎ হারাম কর্ত্তৃক হত হইয়াছি, হারামের একদেশ রামনাম উচ্চারিত হইল বলিয়া বৈকুণ্ঠগণ কালগণকে পরাজয় করিয়া, ম্লেচ্ছকে উত্তমাগতি প্রদান করিল।

"নারায়ণেতি শব্দোস্তিজিহ্বাস্তি প্রিয়বাদিনী তথাপিনরকে মূঢ়াঃপতন্তীতিকিমদ্ভুতম্।" কি আশ্চর্য্যের বিষয় নারায়ণের-পতিতপাবন নাম রহিয়াছে, জিহ্বাও প্রিয়বাদিনী রহিয়াছে, তথাপি মূঢ়েরা নাম কীর্ত্তন না করিয়া নরকসমুদ্রে পতিত হইতেছে।

কেচিৎবদন্তি জনহীনজনো জঘণ্যঃ কেচিৎ বদন্তিধনহীন জনো জঘণ্যঃ ব্যাসোবদত্যখিল শাস্ত্রবিবেক দক্ষো নারায়ণ স্মরণ হীনজনো জঘণ্যঃ। কেহ বলেন, যাহার জনতা নাই, সেজন জঘণ্য, কেহ বলেন, যাহার ধনতা নাই, সেজনই জঘণ্য। অখিল শাস্ত্রগুরু ব্যাস বলেন, যাহার রসনায় নারায়ণশব্দ উচ্চারিত হয় নাই, তাহাকেই জঘণ্য বলিতে হইবে। হরি বলিয়াছেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যোমাং স্মরতিনিত্যশঃ জলম্‌ভিত্ত্বা যথা পদ্মম্‌নরকাদুদ্ধরাম্যহম্।" অর্থাৎ যেজন আমায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলিয়া নিত্যই স্মরণ করিয়া থাকে, জল হইতে যেমন পদ্মকলিকার উৎপত্তি হয়, আমিও সেরূপ নরকার্ণব হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকি। এবং ভাগবত পুরাণেও হরনাম মাহাত্ম্য এইরূপই কথিত আছে।

ভগবতী সতী বলিয়াছেন; যথা। "যদ্‌দ্ব্যক্ষরং নামগিরেরিতং নৃণাং। সকৃৎপ্রসঙ্গাৎ অঘমাশুহন্তিতৎ। পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং। ভবানহোদ্বেষ্টি শিবং শিবেতর।" রে অব্রাহ্মণ দক্ষ! যে শিবের শিব এই দুই অক্ষর নাম নরগণ প্রসঙ্গছলে একবার উচ্চারণ করিলে আশুতোষ আশুই তাহার নিখিল পাপ দগ্ধ করিয়া থাকেন, সে পবিত্রকীর্ত্তি অলঙ্ঘ্য শাসন হরের দ্বেষ তুমি শিবেতর হেতু করিতেছ। এবং স্কন্দে, একটি ব্রাহ্মণবালক ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে পুষ্পচয়ন করিতেছিল, এমন সময় বহুপিশাচদল ঐ বালকটিকে আক্রমন করিল, সাধুবালক পিশাচ যে মারত্মক তাহা জানিত না, সে বুঝিল, উহারাও বুঝি আমার মত পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছে। এই ভাবিয়া শিশু বলিল, তোমরা অন্যত্র যাইয়া পুষ্পচয়ন কর, এ উদ্যানের পুষ্প দিয়া পিতা প্রতিদিন শিবপূজা করিয়া থাকেন। অমনি বালকমুখ-নির্গত হরনাম পিশাচগণের শ্রুতিঁ প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারা পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইয়া শিবত্বলাভ করিল, এইরূপ হর হরিনাম বলিবামাত্রেই জীব মুক্ত হইতে পারে, এবং কালিকাপুরাণে কথিত আছে, একটি মাথুর ব্রাহ্মণ মরণকালে কালিন্দিজলদেও এই বলিবামাত্র কালীপুর অর্থাৎ মণিদ্বীপলাভ করিয়াছিল।

কলিতে তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, আগমবাগীশ, জগাই মাধাই প্রভৃতি মহাপুরুষগণ রামনাম, শ্যামানাম, কালীনাম, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন, অধ্যাত্মরামায়ণে সদাশিব বলিয়াছেন, হে ভগবতি! আমি কাশীক্ষেত্রে হরির রামনাম জীবের দক্ষিণকর্ণে দিয়া জীব নিস্তার করিতেছি।

স্বপ্নস্থ বিষয়ালোকো ধ্যায়তো বা মনোরথঃ।
নানাত্মকত্বাৎ বিফলস্তথা ভেদাত্মধীগুণৈঃ ॥
নিবৃত্তং কর্ম্ম সেবেত প্রবৃত্তং মৎপরস্ত্যজেৎ।
জিজ্ঞাসায়াং সংপ্রবৃত্তো নাদ্রিয়েৎ কর্ম্মচোদনাং ॥ ৪ ॥

স্বধর্ম্মে বিশুদ্ধ চিত্তঃসন্ দেহিনাং বিষয়েষু সত্যত্বাভিনিবেশেন যে সর্ব্বে আরম্ভা স্তেষাং ফলবৈপরীত্যং পশ্যেৎ এবং ফর্গ বৈপরীত্যদর্শনাদকামঃ স্যাৎ।

কিঞ্চ কাম্যবিষয়ানাং মিথ্যাত্বাদপীত্যাহ স্বপ্নস্থেতি। বিফলঃ অর্থশূন্যঃ। তত্রৈবং প্রয়োগঃ ইন্দ্রিয়ৈ র্বা বহি র্নানা বুদ্ধিঃ সা বিফলা নানাত্মকত্বাৎ ঐন্দ্রিয়কত্বাচ্চ মনোজন্য স্বপ্নঃমনোরথবদিতি।

অতঃ প্রবৃত্তং কাম্যং কর্ম্ম ত্যজেৎ। নিবৃত্তং নিত্যনৈমিত্তিকমেব কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। আত্মবিচারেতু সম্যক প্রবৃত্তঃ কর্ম্মচোদনামপিনাদ্রিয়েত ॥ ৪ ॥

সমালোচনা।

উপজাত বিশ্বাসে হরি বলাই প্রেমানন্দে হরি বলা এই বিশ্বাসের প্রতি জ্ঞানদাতা, হরকৃপাই একমাত্র কারণ। হরগুরু, হরিপ্রেমময়, তাহাই বৈষ্ণবশিরোমণিগণ বলিয়া থাকেন। "যে গুরু থুইয়া গোবিন্দভজে, সেই পাপি নরকেমজে।" এবং "বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণতর্কে বহুদুর।" বিশ্বে যে সকল বস্তু নানারূপে দৃষ্ট হইতেছে, সে সকলই মিথ্যা, কেবল একমাত্র প্রেমানন্দে হরি বলাই সত্য, একদিন শিশু প্রহ্লাদ প্রেমানন্দে হরি বলিয়া, মহামৃত্যুভয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। জীব যাহা দেখিতেছে, সে সকলি অনিত্য, কেবল ভক্ত এবং গোবিন্দ মাত্র সত্য পদার্থ, শ্রীমুখে বলিয়াছেন। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহিনমে

ভক্তঃ প্রণশ্যতি।” অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সকলি বিনষ্ট হইবে, কেবল আমার ভক্ত জীবন্মুক্ত রহিবে। নিতরাং সংসার একবারই মিথ্যা জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে আমরা যে যে বিষয় গ্রহণ করিতেছি, স্বাপ্নিক বিষয়ের ন্যায়, ঐ দুই বিষয়ও মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে, দেবদত্ত স্বপ্নে দেখিলেন, যে তিনি রাজত্বলাভ করিয়াছেন। আর কোন অভাবই নাই। যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি রাজত্বও ভাঙ্গিয়া গেল। ভজনা করিতে হইলে, রাধা, কৃষ্ণ, প্রেমদাতা-গুরু, কি বস্তু তাহা জানিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে নারায়ণবাক্য।

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়াচ দ্বিধারূপো বভূবস।
স্ত্রীরূপো বামভাগার্দ্ধঃ দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ॥

ইচ্ছাময় প্রথম দ্বিভাগ হইলে, বামার্দ্ধাঙ্গ শ্রীরাধা দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণঃ দ্বিধারূপো বভূঁবসঃ।
দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভূজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ॥

পরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিধা হইয়া বামার্দ্ধ চতুর্ভুজ বিষ্ণু দক্ষিণার্দ্ধ দ্বিভুজ কৃষ্ণরূপী হইলেন।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র সস্ত্রীকঃশ্চ চতুর্ম্মুখঃ।
পদ্মনাভের্নাভিপদ্মাৎ নিঃসসার মহামুনে॥

পরে শ্রীকৃষ্ণ নাভিপদ্ম হইতে সশক্তিক ব্রহ্মা হইল।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরম পদার্থঃ তাঁহার আদি নাই, তিনিই বিশ্বের আদি তিনি ই গোবিন্দ প্রকৃতি বস্তুরও কারণ।

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণোদ্বিধারূপোবভূবসঃ।
বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ।

দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে দ্বিভাগ হইলে, একভাগের নাম হইল সদানন্দ সদাশিব, একভাগের নাম হইল, সচ্চিদানন্দ, গোবিন্দ, সচ্চিদানন্দ বলিলেন, শিব তুমি জ্ঞানের গুরু হইলে, সদানন্দ বলিলেন, গোবিন্দ তুমি প্রেমময় রসরাজ হইলে। ইনিই রাধাকৃষ্ণ প্রেমদাতা জ্ঞান গুরু, সদাশিব ইহার অর্চ্চনা বিনা হরি অর্চ্চনা স্বীকার করেন না। "ন পূজ্যতে গুরুর্যত্র সাক্রিয়া নিষ্ফলাভবেৎ, এবং আচার্য্যং মাংবিজানীয়াৎ নাবমন্যেতকর্হিচিৎ।" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! গুরু আমার রূপ বলিয়া জানিও, তাঁহার অবমাননা কখনো করিতে নাই। যে কার্য্যে গুরুপূজা না হয়, সে কার্য্য নিষ্ফল বলিয়া জানিও তাই পূজামাত্রই অগ্রে শিবপূজা করিতে হয়। যথা; শৈবোবাবৈষ্ণবোবাপি গাণোবাপি মহেশ্বরি আদৌলিঙ্গং প্রপূজ্যাথ পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ। এবং সর্ব্বমষ্টাধিকং কার্য্যং। আহুতি অথবা জপাদি করিতে হইলে সকলেরই অষ্টাধিক করিতে হয়, অর্থাৎ ঐ অষ্টাধিকই গুরুপূজা স্বরূপ হয়। নিতরাং হরি, হর পূজা হইলে পূজা গ্রহণ করেন। হর ভক্ত কীর্ত্তিত হরিনামের অষ্টাধিক লাভ করিয়া তাহা হরিতে সমর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন বন্দে পরস্পরাত্মানৌপরস্পরনতিপ্রিয়ৌ। হরি হর একাঙ্গধর। উভয়ের আত্মা উভয় উভয়ের গুরু উভয়।

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎসুধিঃ নহিদেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌচান্যবিধানতঃ।" অর্থাৎ আগমোক্ত

বিধান দ্বারা সুবুদ্ধিগণ কলিতে উপাসনা করিবে। নিশ্চয়ই বলিতেছি, অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধান দ্বারা উপাসনা করিলে পরমদেব, প্রসন্ন হইবেন্ না; কলিতে অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধান নির্ব্বিষ নাগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। শিবোক্তই সিদ্ধির প্রতি একমাত্র কারণ। এবং "আরোগ্যং 'ভাস্করাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেৎ-হুতাশনাৎ। জ্ঞানঞ্চশঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনার্দ্দনাৎ।" অর্থাৎ সূর্য্য হইতে আরোগ্য, অগ্নি হইতে ধন শিব হইতে জ্ঞান, হরি হইতে মুক্তিলাভ করিতে হয়। মুক্তি সাধারণতঃ চারি প্রকার,—সালোক্য হরির গোলোকে বাস করা,—সামিপ্য হরির সমিপে বাসকরা,—সার্ষ্টি হরির তুল্য ঐশ্বর্য্যে তুল্যাসনে উপবেসন করা। ঐক্য হরিতে লয়প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই চতুর্বিধামুক্তি হরি বৈষ্ণবকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, বৈষ্ণব তাহা গ্রহণ করেন না; একমাত্র দাস্যমুক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন, "জনার্দ্দন জগদ্বন্ধো শরণাগতপালকত্বদ্দাস, দাসদাসানাং দাসত্বং দেহিমেপ্রভো।" অর্থাৎ বৈষ্ণবজন বলেন, হে দুষ্ট জনার্দ্দন! হে শরণাগত পালক! হে বিশ্ববন্ধো! তোমার দাসদাস, দাসগণের দাসত্ব দাও ঐ চতুর্বিধামুক্তি প্রার্থনা করি না। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "বরং বৃন্দাবনেরম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নতুবৈশেষিকিং মুক্তিং প্রার্থয়াম্যিকথঞ্চন।" অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তোমার রম্যবৃন্দাবনে বরং শৃগালত্ব লাভ করিতে বাসনা করি, তথাচ নির্ব্বান্মুক্তির লেশমাত্রও প্রার্থনা করি না। নিতরাং মুক্তি অর্থে বৈষ্ণবের পক্ষে দাস্যই গ্রহণ করিতে হইবে। তাৎপর্য্য, হরি বলিয়াছেন, কৌন্তেয় প্রতিজানাহি নমে ভক্তঃ প্রণশ্যতি। এবং তেষা-

মহং সমুদ্ধর্ত্তাস্মৃত্যু সংসারসাগরাৎ। অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয়ই জানিও যে, যে আমার দাস সে কদাচও বিনষ্ট হয় না, যে হেতুক আমি তাহাদিগকে মৃত্যু সংসারসাগরে কর্ণধার হইয়া উদ্ধার করিয়া থাকি। নিতরাং বৈষ্ণবেরা ইহা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন। যে সকলি বিনষ্ট হইবে, কেবল মাত্র হরিরদাসই জীবন্মুক্ত রহিবে, তাই তাহারা চতুর্ব্বিধামুক্তি ত্যাগ করিয়া ঐ দাস্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অরূপ তৎপদবাচ্য বরেণ্য ব্রহ্ম অনুভব উপায়ের নাম জ্ঞান। বৈষ্ণবজন তাহা স্বীকার করে না, বৈষ্ণবগণ বলেন, রাধাকৃষ্ণ প্রেমানুভব করার উপায়ের নাম জ্ঞান, এস্থলে শিবকে ঐরূপ জ্ঞানদাতা বলিয়া জানিতে হইবে। বর্ত্তমান জগতে দেখা যাইতেছে, নূতন বৈষ্ণবত্ব, নূতন শৈবত্ব, নূতন শাক্তত্ব প্রভৃতি ভীষণ তরঙ্গোত্থিত হইয়া সনাতনধর্ম্মবেলা লঙ্ঘন করিতেছে। শৈব বলিয়া থাকেন, বৈষ্ণবের ধর্ম্ম অত্যন্ত জঘণ্য; বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন, শৈবের ধর্ম্ম অত্যন্ত জঘণ্য; এইরূপ পরস্পর সাম্প্রদায়িকগণ ধর্ম্ম নিন্দা করিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইতেছেন। হরি নিজ মুখে বলিয়াছেন;—

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মৎদ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
কুত্রাপি ন বিমুক্তঃ স্যাৎ রৌরবম্ নরকম্ ব্রজেৎ॥

অর্থাৎ হে নারদ! আমায় ভক্তি করিয়া শিবের দ্বেষাচরণ করিলে শিবের ভক্তি করিয়া আমার দ্বেষাচরণ করিলে, কোথাও সে জন মুক্তিলাভ করিতে পারে না, বরং উহাকে রৌরব নরকে বাস করিতে হয়।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন;—

হরিহরয়োরিহভেদং কলয়তি মূঢ়োঃ বিনাশাস্ত্রং।
অনয়োঃ প্রকৃতিরভিন্না প্রত্যয়ভেদাৎ ভিন্নবদ্ভাতিঃ॥

অর্থাৎ হৃধাতু ই প্রত্যয় করিলে, হ্বার অপ্রত্যয় করিলে, হর, এই দুইটী পদ নিষ্পন্ন হয়। অথবা মূল প্রকৃতি হইতেই রূপ বিশিষ্ট হরিহরাদি উৎপন্ন হইয়াছেন, নিতরাং হরি-হরের প্রকৃতি (স্বভাব) একমাত্র জানিতে হইবে, কেবল মূর্খতা হেতু ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতে নিভৃতেতি। শ্রুতিগণ বলিলেন, গোবিন্দ! মুনিগণ সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক আত্মমনঃ সংযোগ করিয়া তোমায় যেরূপ লাভ করিয়াছেন দানবেরা শত্রুভাবে তোমায় স্মরণ করিয়া তোমায় যেরূপ লাভ করিয়াছেন, গোপীগণ তোমায় পতিভাবে যেরূপ অনুভব করিয়াছেন, আমরা শ্রুতিগণও তন্ন তন্ন করিয়া সচকিত ভাবে তোমাকে সেইরূপই অনুভব করিতেছি, কিন্তু তাহা হইলেও ব্রজসুন্দরী গোপীকাই তোমায় সম্যক্ অনুভব করিয়া পরমপ্রেমময়ী হইয়াছেন, আমরাও কবে গোপীরূপে তোমায় ভজনা করিব, আমাদের গোপীদেহ প্রাপ্তি করাইয়া দাও, ইহাই তাৎপর্য্যার্থঃ।

"সমাশব্দে কহে গোপীর কৃষ্ণদেহ প্রাপ্তি" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। শ্রুতিগণ গোপীপদার্থকে পরমানন্দ শক্তিরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো, হৃদিযন্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি যযুঃ স্মরণাৎ। স্ত্রিয়উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিশক্তধিয়ো, বয়মপিতে সমাঃ। সমদৃশোঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ।

এইরূপ শ্রুতিগণ গোপীপদার্থ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পাষণ্ডেরা শ্রুতিনিষ্পাদিত আনন্দরূপ গোপীপদার্থের নিন্দা করিয়া

শাক্তাভিমান করিতে ঈষন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইতেছে না এবং আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মণ্যদেব আমাদের ইষ্টদেব ইহা বলিয়া, বিশ্বকে বঞ্চনা করিতেছে।

বৈষ্ণবও যিনি একমাত্র বিষ্ণুভক্তিপ্রদা ভবদুর্গতিবিনাশিনী দুর্গা কৃষ্ণস্বরূপা মহাবৈষ্ণবীকরুণাময়ী তাঁহার নিন্দা করিয়া অম্লানবদনে আমরা পরমবৈষ্ণব এইরূপ মিথ্যা বাক্য বলিতে ঈষন্মাত্রও লজ্জিত হইতেছেন না। ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ণ ভাগবতে এইরূপে দুর্গা নির্ণয় করিয়াছেন। যথা "এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র সহসাকৃষ্ণদেবতা আবিবভূ‍র্ব দুর্গাসা। বিষ্ণুমায়া সনাতনী। দেবীনারায়ণীশুদ্ধাসর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রীদেবীসা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।" নারায়ণ বলিলেন, নারদ! গোলোকে রাধাকৃষ্ণ দ্বিধা হইলে কৃষ্ণদেবতা দুর্গাদেবী যিনি কৃষ্ণের বুদ্ধি অধিষ্ঠাত্রী তিনি আবির্ভূত হইলেন।

একরূপ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্রদায় তাহা রাধাতন্ত্রানুসারে শ্রীরাধিকা শক্তিকে ত্রিপুরসুন্দরীর অন্তবিদ্যা স্বীকার করিয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে শাক্ত বলিয়া থাকেন। * অন্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণেরা রাধাগোপী এই শুনিয়াই ঘৃণায় রাধার সঙ্গী কৃষ্ণ বলিয়া একেবারেই রাধাকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করেন না। ইহা তাহাদের ভ্রম জালমাত্র, গোপীনাম কীর্ত্তন তাহাদের অতীব কর্ত্তব্য ; তাহারা বলিতেছেন যে, বিশ্বে যে যাহারই উপাসনা করে, তাঁহা সকলই শক্তির উপসনা হয়, এই কথাটি আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং পাগলাদপি," পাগল যুক্তিযুক্তবাক্য বলিলে তাহা

---

* অন্ধাৎ কানো বিশিষ্যতো আঁধা হইতে কানা বরং কিছুভাল। খড়দহে ত্রিপুরাসুন্দ্র অধুনাও বিদ্যমান রহিয়াছে।

গ্রহণ করিতে হয়, যে হেতুক শক্তিও শক্তিমান একই পদার্থ এবং কেবল চৈতন্য পদার্থের আরাধনা অপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, নিতরাং বহু ব্রাহ্মণেরা শক্তির উপাসনা করিতেছেন, এখন সমালোচনা করিলে ইহাই বোধ হইতেছে যে, গোপীই শক্তির প্রধান উপাসনামূর্ত্তি। দক্ষালয়ে শক্তি আবির্ভূতা হইয়া তিরোভূতা হইলেন, তাহার কোন উপাসনাপদ্ধতি প্রচার হইল না। পরে শক্তিহিমালয়ে উমারূপে আবির্ভূতা হইয়া জীবের নিতান্ত দুরারাধ্যা হইলেন, জীব নানাবিধ শক্তির উপাসনা করিতে সম্যক্ অধিকারী হইতেছে না, অর্থাৎ পাষাণকন্যা হেতু হৃদয়ও নির্দ্দয় পাষাণ এবং পাষাণকন্যা কিরূপে হয় এই সন্দেহের কারণ হইল। এ হেতু আবার যশোদাগর্ভে নন্দালয়ে আবির্ভূতা হইয়া জীবের সুখারাধ্যা হইলেন। মার্কণ্ডেয়ে "ভগবতী বাক্যং নন্দগোপগৃহেজাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা ততস্তৌনাশয়িস্যামি-বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।" আমি নন্দজা হইয়া সেই দৈত্যদ্বয় বিনাশ করিব। এ বিষয় গোপকন্যা গোপীইত শক্তি পদার্থ সম্যক্ আরাধ্যা বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে আর তাহারা রাধা গোপী এই বলিয়া বিরক্ত হইতে পারে না, যে হেতুক তাহাদের আদ্যাশক্তিই গোপকন্যারূপে আবির্ভূতা এবং যে সকল বৈষ্ণবেরা শক্তির কালীনাম শুনিলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাদেরও সম্পূর্ণ ভ্রমজাল দেখা যাইতেছে, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ জীবন গোপীগণ, কৃষ্ণপতিলাভার্থ ভদ্রকালী কাত্যায়নীর উপাসনা করিয়াছিলেন, যথা ভাগবতে। হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা চেরুইবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যাশ্চনং ব্রতং।·. অগ্রহায়ণমাসের সংক্রান্তি হইতে

এক মাস গোপীকাগণ ভগবতীর উপাসনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপতি-লাভ করিয়াছেন, যন্নাম্নাগিরিশোভবৎমৃতিহরোঃ বিশ্বস্য-সংহারকঃ যন্নাম্নাগিরিজাগজেন্দ্রবদনৈ গোবিন্দমাতাভবৎ। তং কৃষ্ণং ব্রজবল্লভং বিধিনুতংনিন্দন্তিযেপামরাবেশ্যামদ্যরতাঃ পশোরিপুতমা স্তেশাক্তবাচ্যাশঠাঃ। শিব যে হরিনাম গানে মৃত্যুহর হইয়াছেন, দুর্গা যে হরিনাম গানে গণেশরূপী হরি-পুত্রলাভ করিয়াছেন, সেই গোপীবল্লভ কৃষ্ণের নিন্দা করিয়া যাহারা পশু, সুরা, বেশ্যাসহ পান ভোজন্ করিতেছে তাহা-রাই অধুনা শাক্তপদবাচ্য হইয়াছে, "ক্কমদ্যং ক্কশিবেভক্তিঃ ক্কমাং সংক্কশিবার্চ্চনং মদ্যমাংসরতানাঞ্চ দূরেতিষ্ঠতিশঙ্করঃ।" কোথা বা মদ্যমাংসসেবা, কোথায় বা শিবার্চ্চনা, মদ্য মাংসরতগণের অনেক দূরে শিব অবস্থান করিতেছেন।

আস্তে বৈষ্ণবতা ত্রিলোকজননীন্নীরাযু বাদার্থতঃ।
পাণ্ডিত্যং সদুপাধি র্ব্বর্ণরহিতে দীনেষু সত্যং গুণঃ॥
ব্রহ্মণ্যং জগতঃ প্রতারণ পটৌ দুষ্টেষু পুষ্টাদরঃ।
নো জানে কিমতঃ পরং বিবদৃশং কিম্বা বিধাতা কলিঃ॥

এবং ত্রিলোক জননী দুর্গাদেবীকে উত্তমরূপে নিন্দা করিতে পারিলেই তিনি মহাবৈষ্ণব হইলেন, তত্ত্বকথা লইয়া যিনি সৎকে অসৎ অসৎকে সৎ করিতে পারিবেন, তাহা-কেই বড় পণ্ডিত বলিতে হইবে। বর্ণজ্ঞানানবচ্ছিন্ন বাবুর তোষামোদককে উপাধিধারী বলিতে হইবে।

যিনি বিশ্ববঞ্চনা করিয়া দেবার্চ্চনা চ্ছলে উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহাকেই ব্রহ্মণ্য অনুষ্ঠায়ী বলিতে হয়। যিনি দেশের উৎপীড়ক তাহাকেই অত্যন্ত আদরের পাত্র বলিতে হয়, জানি না কলি আর কি দেখাইবেন, তাই

ভেদজ্ঞানীরা হরনিন্দা করিয়া হরির ভজনা করিতেছেন এবং হরিনিন্দা করিয়া হর ভজনা করিতেছেন। হরি বলিয়াছেন, হে নারদ! আমরা হরি হর গোপের ছিক্ক-গত দধিভাণ্ডের ন্যায় একটী হটাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে আর একটী না ভাঙ্গিলে আপনি ভাঙ্গিয়া যায়। আমার নিন্দা করিলে অনিচ্ছাবশতঃ হরের নিন্দা হইয়া থাকে, হরের নিন্দা করিলে অনিচ্ছাবশতঃ আমার নিন্দা হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা এইরূপ জ্ঞানগুরু পশুপতির দ্বেষাচরণ করেন, তাঁহারা কদাচই হরির দাস্য মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। ভজনের প্রতি বস্তু জ্ঞানই একমাত্র প্রধান কারণ, * হরি ভজিতে হইলেই হরি কি বস্তু তাহা অবশ্য জানিতে হইবে। অমরসিংহ অমর-কোষে লিখিয়াছেন, বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, বাসু-দেব একই বস্তু, ফলতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে এরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কদাচই ভজন হইতে পারে না। যথা; "যমজৌ দ্বিভুজৌ কৃষ্ণৌ যশোদা সমপদ্যত তস্যাংশে দেবকীগর্ভে-জাতঃ সহি চতুর্ভুজঃ বসুদেব সমানিতো বাসুদেবোখিলা-ত্মনিলীনো নন্দসুতে রাজন ঘনে সৌদামিনী যথা।" অনেকেই জানেন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কংসভয়ে বসুদেব নিশীথকালে নন্দালয়ে কৃষ্ণ রাখিয়া মহামায়া লইয়া প্রভাতে কংস করে সমর্পণ করিয়াছিলেন; ফলতঃ বসুদেব বাসুদেব লইয়া কংসভয়ে নিশীথকালে পুত্র রাখিতে আসিয়া,

---

* বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে বৈষ্ণবের ভগবানই তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা বৈষ্ণবের তত্ত্ব নয়। কৃষ্ণই তত্ত্ব বস্তু।

দেখিতে পাইলেন, যশোদা যমজ পুত্র কন্যা প্রসব করিয়াছেন। বসুদেব পুত্র বাসুদেব ঐ দ্বিভুজ কৃষ্ণেরই অংশ বিশেষমাত্র, বসুদেব তাহা না জানিয়া যশোদানন্দনে এবং দেবকীনন্দনে যখন একত্র করিলেন, তখন বসুদেবনন্দন মেঘমুক্ত সৌদামিনী যেমন মেঘেই লুকাইয়া যায় সেরূপ নন্দনন্দনে মিশিয়া গেলেন, বসুদেব তাহার নিগূঢ় বুঝিতে না পারিয়া পুত্র রাখিয়া কন্যা লইয়া দেবকীকে সমর্পণ করিলেন। যখন বৈষ্ণবচূড়ামণি অক্রুর কংসাদেশে রামকৃষ্ণ লইয়া বৃন্দাবন হইতে গমন করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন অনেক চতুর্ভুজ জলে ও স্থলে অবস্থান করিতেছেন, এই মায়া বুঝিতে না পারিয়া মায়াময় লীলাকারী বাসুদেব লইয়া মথুরায় প্রস্থান করিলেন, ফলতঃ বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি।

পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক চরণ কোথাও গমন করেন নাই। প্রেমময় কৃষ্ণ তাহাই যেন অক্রুরকে দেখাইলেন, ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজেই রহিল। বাসুদেব মথুরায় গেল। এবং অনির্বচনিয় আনন্দ শক্তিমান হরি প্রথম দ্বিধা হইলে একভাগের নাম হইল রাধিকা অপর ভাগের নাম হইল গোলোকনাথ এবং ঐ গোলোকনাথ পুনর্ব্বার দ্বিধা হইলে একভাগের নাম বাসুদেব ও অপর ভাগের নাম গোলোকনাথ। পুনর্ব্বার দ্বিধা হইলে একভাগের নাম হইল সদাশিব, অপরের নাম হইল গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ। গোলোকনাথই জ্যোতীর অভ্যন্তর শ্যামল কমললোচন দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ইনিই পরাৎপর ইঁহার পর উপাস্য দেবতা নাই। ইনিই বৈষ্ণবের

প্রেমময় রাধাবিলাস। শ্রীকৃষ্ণ শেষ দ্বিভাগ সময়ে, যে রজত-কলেবর সদাশিব হইয়াছিলেন, ইনিই দুর্গাবিলাস মহাদেব। ইনি বিনা কিম্বা লক্ষ্মীপতি কিম্বা সাবিত্রীপতি কিম্বা মহালক্ষ্মীপতি ইঁহারা কৃষ্ণপ্রেমদাতাগুরু হইতে পারেন না। কেবল দুর্গাপতি সদাশিবই প্রেমজ্ঞানদাতা একমাত্র গুরু। তাই বলিয়াছেন, বিশ্বসারতন্ত্রে ;—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই মন্ত্র দীক্ষা বিনা জীব কদাচ মুক্ত হইতে পারিবে না।

তাই বৈষ্ণব নারদ ঐ হরিনাম বিনাযন্ত্রে গান করিয়াই জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, সদাশিব পঞ্চমুখে ঐ নাম গান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন। ভগবতী দুর্গা ঐ নাম গান করিয়াই হরিকে গণেশরূপে পুত্রলাভ করিয়াছেন, প্রহ্লাদ ঐ নাম গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠচূড়ামণিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, প্রহ্লাদ বৈষ্ণবের শিরোমণি, প্রহ্লাদ বৈষ্ণব জগতের পরমদয়ালুগুরু, প্রহ্লাদ বিশ্বে হরিভজনের একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল; প্রহ্লাদকে দেখিয়াই যেন বৈষ্ণব জগৎ হরিনাম করিতে শিখিয়াছে, প্রহ্লাদের উপদেশ অদ্যাপিও বৈষ্ণব জগতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যথা ; শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনং ইতি পুংসার্পিতাবিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা ক্রিয়েতভগবত্যদ্ধাততন্যেধীতমুত্তমং। অর্থাৎ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসিলেন, সার, সাধু, উত্তম, কি অধ্যয়ন করিয়াছ। ভক্ত বলিলেন, হরিনাম শ্রবণ, হরি নাম কীর্ত্তন, হরিনাম স্মরণ, হরিকে স্তব করা, হরি পূজার

পরিচর্য্যা, হরির পূজা, হরিতে নিত্যকর্ম্ম সমর্পণ সখ্য আত্ম নিবেদন অর্থাৎ যেমন বিক্রিত পশুর পূর্ব্বস্বামী চিন্তা করেন না যে, কিরূপে ইহার তৃণ জল সংগ্রহ হইবে, কেননা যিনি ক্রয় করিয়াছেন, তিনিই তৃণ জল সংগ্রহের ভারগ্রহণ করিয়াছেন, সেরূপ হরিতে সর্ব্বভারার্পণ করা। ভোজন আচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথাকুর্ব্বন্তিবৈষ্ণবাঃ যোসৌ বিশ্বম্ভরোদেবোনোপসন্নানুপেক্ষতে। ফলতঃ বৈষ্ণবের এরূপ চিন্তা করা উচিত নয় যে, কিরূপে ভোজন আচ্ছাদনের সংগ্রহ হইবে। যিনি বিশ্বম্ভর নাথ, তিনি বিশ্বপালনে প্রতিদিন ব্যাপৃত থাকিয়া, কিরূপে স্বজন বৈষ্ণবপালনে উপেক্ষা করিবেন, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ির পক্ষেও এইরূপই অনুশাসন রহিয়াছে। যথা; গর্ভস্থস্যৈবযঃ পূর্ব্বং স্তনে কল্পিতবান্‌পয়ঃ শেষ বৃত্তিবিধানায় সকিংসুপ্তোথবামৃতঃ। যে চৈতন্যশক্তি জন্মের পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে দুগ্ধ রচনা করিয়াছেন, শেষ বৃত্তিবিধান না করিয়া তিনি কি নিদ্রিত অথবা মৃত হইয়া রহিয়াছেন। এবং তৎ সাধুমন্যে সুরবর্য্যদেহীনাং সদাসমুদ্বিগ্নধিয়ামসৎগ্রহাৎহীত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতোযদ্ধরিমাশ্রয়েত। হে অসুররাজ! আমি আমার এইরূপ অসদ্‌গ্রহ হেতুক দেহিদিগের মধ্যে যদি কোন জন বিরক্ত হইয়া আত্মপতনস্থানীয় অন্ধকূপের ন্যায় গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বন গমনপূর্ব্বক বনমালী হরির নাম আশ্রয় করে, তাহাকেই আমি সাধু অধ্যয়ণের ফলভাগীরূপে স্বীকার করি, তথাচ। ন গুহ্যাচ্ছাদনে শক্তোনচ দংশাদি বারনেশুনঃ পুচ্ছমিবাগ্রাহ্যং পাণ্ডিত্যং ভক্তিবর্জ্জিতং। অধ্যয়ন করিয়া যদি হরিনামে ভক্তি না হইল, তবে ঐ

অধ্যাপককে কুক্কুর পুচ্ছের ন্যায় অকর্ম্মণ্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ কুক্কুরপুচ্ছ যেমন লম্বায়মান হইয়াও দংশাদি বারণে এবং গুহ্যাচ্ছাদনে অসক্ত তদ্বৎ হরিনাম ভক্তিবিহীন পাণ্ডিত্যও অগ্রাহ্যরূপে বৈষ্ণবগণ জানিবেন। এবং সারং হরের্নাম তথৈবসেবাসারোহরের্ভক্তসমাগমশ্চ সারঃপ্রণামো হরিপাদপদ্মেসারং পিতস্তৎগুণগায়ণং মুহুঃ। অর্থাৎ অসার সংসারক্ষেত্রে হরিনামই একমাত্র সার, এবং নাম ভজনের সহ হরিসেবা সার, হরিনামকীর্ত্তনের অবিরোধে সৎসংগসার, ঐরূপ নাম করিতে করিতে শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম করাই সার, অথবা এ সকল ব্যাপারাশক্ত হইলে জনগণের হরিনামকীর্ত্তন করাই সার, ভক্তপ্রহ্লাদ মাতৃগর্ভগত হইয়া বিশ্বগুরু নারদ মুখে ঐ উপদেশ শুনিয়াছিলেন। তাই বৈষ্ণবগুরু স্থির-সিদ্ধান্তে হরিনাম গানই যে একমাত্র সার, তাহা বিশ্বে প্রকাশ করিয়াছেন, জীব ঐরূপ প্রহ্লাদ পথাবলম্বন করিয়া মুক্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, হরি তাই বলিয়াছেন। "উদ্ধবময়োদিতেষ্বিতি" নারদরূপে আমি নারদপঞ্চরাত্রি আগমোক্ত যে বিশ্বনিস্তারের উপায় প্রহ্লাদ দ্বারা বিস্তার করিয়াছি, তাহাতে সংযত হইয়া অকামরূপে আমায় ভজনা করিলে জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, আর তাহাকে তপ, জপাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। যথা। "আরাধিতো যদি হরিস্তপসাততঃ কিং। নারাধিতো যদি হরিস্তপসাততঃ কিং। অন্তঃর্বহির্যদিহরিস্তপসাততঃ কিং। নান্তঃর্বহির্যদিহরিস্তপসাততঃ কিং।" বস্তুর বাচকের নাম সংজ্ঞা, সজ্ঞাসংজ্ঞি সঙ্কেত দ্বারাই পদার্থাববোধ হয়। যথা জলপাত্র এই শব্দটী কপাল কপালিকা সংযুক্ত জলাধারকে

বুঝাইতেছে। যদি কেহ বলেন যে, জলপাত্র এই শব্দ জলাধারকে না বুঝাইয়া কেন অন্ন পাত্রকে বুঝায় না? সে বিষয় এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। শব্দশক্তির প্রতি ঈশ্বরেচ্ছা শক্তিই কারণ, ইহা না মানিলে কোনদেশের শব্দার্থই ব্যবহার হইতে পারে না। জলপাত্র অর্থে অন্নপাত্রই বুঝাইবে, তাহার প্রতিও কোন যুক্তি খাটিবে না! এস্থলেও ঈশ্বরেচ্ছাশক্তিই মানিতে হইবে, তবে যে দেশে যেরূপ শব্দশক্তি চলিতেছে, সে দেশে সেইরূপ বস্তু গ্রহণ দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। মানবেরা পিপাসু, জল দাও বলিলে, দাতা তাহাকে যে বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন। পিপাসুও তাহাই পান করিয়া শান্তিলাভ করিতেছেন, এইরূপ পদার্থ মাত্রই ইহলোকে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। হরিনামও একটি ঐরূপ শব্দমাত্র বুঝিতে হইবে। "ত্রিতাপং হরতীতি হরিঃ।" মানব যখন বুঝিবেন যে, যে শব্দ উচ্চারিত হইলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এই ত্রিতাপ নষ্ট হয়, তাহাই হরিনাম। তখনই নিশ্চয় মুক্ত হইতে পারিবেন, শরীর লক্ষ্য করিয়া যে জ্বরাদি রোগ হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক, ঐরূপ বজ্রপাতাদির নাম আধিদৈবিক এবং ঐরূপ নাগ, ব্যাঘ্রাদি হইতে ভয়ের নাম আধিভৌতিক, হরিনাম কীর্ত্তিত হইলে ঐ ত্রিতাপ নষ্ট হয়, ইহার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব প্রহ্লাদ যিনি হরিনাম বলে মৃত্যুজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ ঐ ত্রিতাপ বিনা জীবের অন্য তাপই নাই। এ বিষয়ে জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য, ঐ হরিনাম কীর্ত্তন করা, যখন জলশব্দ বুঝিয়া জলপানে পিপাসাশান্তি

হইতেছে। ইহা প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়, তখন হরি বলিলেন যে, ত্রিতাপ শান্তি হইবে, ইহা অবশ্য বুঝিয়া হরিনাম কীর্ত্তন জীবের অতীব কর্ত্তব্য, অষ্টাঙ্গযোগাদি দ্বারা ত্রিতাপ নষ্ট করা যায় এবং হরিনাম কীর্ত্তন করিলেও ত্রিতাপ বিনাশ করা যায়, কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে হরিনাম অতীব সরল উপায়, তবে আর নখচ্ছেদে পরশু পরিগ্রহণ করা উচিত নয়, উষ্ণজলই হউক অথবা শীতল জলই হউক, অগ্নি নিবারণ করাই একমাত্র প্রয়োজন, এ বিষয়ে ঐরূপ দুঃখসাধ্য যোগাদির অনুষ্ঠান না করিয়া হরিনাম কীর্ত্তনরূপ সুখসাধ্য উপায় অবলম্বনই সযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে।

"জ্ঞানস্যকারণং শাস্ত্রং জ্ঞানাৎ শাস্ত্র বিনশ্যতি।
ফলস্যকারণং পুষ্পং ফলাৎ পুষ্পং বিনশ্যতি।"

জ্ঞানের কারণ শাস্ত্র, জ্ঞান হইলে শাস্ত্র স্বভাবতই বিনাশ হইয়া যায়, যেমন ফলের কারণ পুষ্প, ফল হইলেই পুষ্প বিনাশ হইয়া যায়। এবং জ্ঞেয়েরকারণ জ্ঞান, জ্ঞেয় প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানও বিনাশ হইয়া যায়। শ্রীনারদ বলিয়াছেন, যদি হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে হরি আরাধিত হয়েন, তবে আর তপ, জপের কি প্রয়োজন। "উল্কাহস্তো যথা কশ্চিৎ দ্রব্যমালোক্য তাং ত্যজেৎ। জ্ঞানেন জ্ঞেয়-মালোক্য পশ্চাৎ জ্ঞানং পরিত্যজেৎ। নাবার্থীহির্ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং নগচ্ছতি, উত্তীর্ণে চ সরিৎপারেনৌকয়া কিং প্রয়োজনং।"* এবং অষ্টাঙ্গযোগাদি দ্বারা লোভাদি

* ততকাল উল্কার এবং নৌকার প্রয়োজন যতকাল দ্রব্য দর্শন এবং উত্তরপারলাভ, কার্য্য সিদ্ধি হইলে উল্কা এবং নৌকার কি প্রয়োজন।

গ্রস্ত চঞ্চলচিত্তকে বাধ্য করিয়া যদি হরি আরাধিত না হয়েন, তবে আর তপ, জপাদি করিয়া কি প্রয়োজন। “মনঃ শুদ্ধিবিহীনস্থ সমস্তানিষ্ফলাক্রিয়া।” তপ করিয়া যাহার মন শুদ্ধি না হইল, তাহার সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া থাকে।

তপ করিতে করিতে হরি যদি অন্তরে এবং বাহিরে প্রকাশিত না হইলেন, তবে আর তপ করিয়া কি প্রয়োজন? তপ করিতে করিতে হরি যদি ভক্তের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হইলেন, তবে আর তপ করিবার কি প্রয়োজন। শ্রীভাগবতে। “ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্দন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তেচাস্থ কর্ম্মাণি দৃষ্টএবাত্মনীশ্বরে।” বাস্তবিক ভজন করিতে করিতে জীবের হৃদয়ের গ্রন্থি বিভেদ হইয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। অচ্ছেদ্য কর্ম্মমূল নিঃশেষ ক্ষয়তা প্রাপ্ত হয়, অতএব উদ্ধব অকামরূপে নারদপঞ্চরাত্রি প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া জীব আমার ঐ নামের আনুসঙ্গিক ভজন; ভজনের আনুসঙ্গিক কুলাচার অনুষ্ঠান করিবে।

সর্ব্বতোভাবেই নামকীর্ত্তন অন্যান্য ভজনোপায় হইতে সরলোপায়, অধিক কি আর স্বয়ং কাল বলিয়াছেন যে, হে কিঙ্করগণ! “শম্ভোশিবেশ শশিশেখরশূলপানে। দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব। গোবিন্দ মাধব মুকুন্দহরে মুরারে। ত্যজ্যাভটায ইতি সন্ততমামনন্তি।” হে কিঙ্করগণ! যাহারা হে শম্ভু, শিব, ঈশ, শশিশেখর, শূলপানে, দামোদর, অচ্যুত, জনার্দ্দন, বাসুদেব, গোবিন্দ, মাধব, মুকুন্দ, হরে মুরারে; এইরূপ নাম গাথা উচ্চারণ করেন, নিশ্চয়ই

জানিও সে সকল জনেরা কদাচও আমাদের শাসনের বিষয় নয়, এবং ইহার মধ্যে হর হরিনাম সর্ব্বতোভাবেই মুক্তির প্রতি কারণ, কারণ অকারাদি বর্ণের মধ্যে হকার নিত্যই নিত্যশক্তি যুক্তরূপে বিরাজ করিতেছেন, অকারাদি স্বর শক্তিস্বরূপ ক কারাদি ব্যঞ্জন, চৈতন্যস্বরূপ অন্য বর্ণ সকল স্বর ব্যঞ্জনরূপে পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ বা অনুভব করিতে পারা যায়। কিন্তু (হ) এই বর্ণটি স্বর ব্যঞ্জনরূপে পৃথক্ করিয়া উচ্চারণ বা অনুভব করা দুঃসাধ্য। অর্থাৎ অগ্নিও দাহিকাশক্তির ন্যায় নিত্যালিঙ্গিতরূপে অনাদি সিদ্ধ রহিয়াছেন, ইহারি অনুকরণ রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপ ইহারি অনুকরণ। উমা মহেশ্বর যুগলরূপ ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, মূলাধারাস্থিত হকার ব্রহ্ম হইতেই পঞ্চাশত বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। নিতরাং হরি হরনাম হকারযুক্ত হেতুই জীব মুক্তির প্রতি একমাত্র কারণ। নিরাকারবাদী বলিয়া থাকেন, যে তত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ মুক্তির প্রতিকারণ, তাহা বিনা অন্য জ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির হেতু নহে, কিন্তু শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, "যেন কেন প্রকারেণ তদাশক্তি মুক্তেরেব কারণং।" অর্থাৎ যে কোনরূপেই হউক তৎপদবাচ্য ব্রহ্মা শক্তিই মুক্তির প্রতি কারণ, নহিবস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথামন্ত্বাপীতামৃতবৎ। অর্থাৎ বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা করেন না। অমৃতজ্ঞানে বিষপান, বিষজ্ঞানে অমৃত পান করিলে অবশ্যই উভয়ের স্বশক্তি প্রকাশিত হইবেই হইবে। তাহাতে আর বস্তু জ্ঞানের অপেক্ষা করিবে না। শ্রীভাগবতে। "গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসঃ দ্বেষাৎ চৈদ্যা-

দয়োনৃপাঃ সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাৎ যুয়ং ভক্ত্যাবয়ং প্রভো।” রাজা যুধিষ্ঠির শিশুপালকে কৃষ্ণ নিন্দা করিতে করিতে নিপাতিত দেখিয়া এবং তাহার তেজ কৃষ্ণচরণে বিলীন দেখিয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে গুরুদেব! বলুন পূর্ব্বকালে বেণ রাজা হরিনিন্দুক ছিলেন। এ হেতু মুনিগণ তাহাকে নরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। দুর্বৃত্ত শিশুপাল হরিনিন্দা করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া তেজ-রূপে কিরূপে কৃষ্ণচরণ লাভ করিল? দেবর্ষি বলিলেন, মহারাজ! “যথাবৈরানুবন্ধেননরস্তন্ময়তামিয়াৎ নতথাভক্তি ভাবেন ইতিমেনিশ্চিতামতিঃ।” নরগণ হরিতে বৈরভাব করিয়া যত শীঘ্র হরিদাস্যলাভ করিতে পারে ভক্তি প্রভৃতি ভাবে তত শীঘ্র হরিদাস্য লাভ করিতে পারে না। এ আমার নিশ্চয় ধারনা জানিবে। ব্রজসুন্দরীগণ হরিতে পতিজ্ঞান করিয়া, কংস হরিতে মারাত্মকজ্ঞান করিয়া, শিশুপালাদি হরিতে দ্বেষ্যভাব করিয়া, বৃষ্ণিগণ হরিতে জ্ঞাতি সম্বন্ধে পূজ্যজ্ঞান করিয়া, তোমরা হরিতে স্নেহভাব করিয়া, ব্রহ্মণ্য-দেবে লাভ করিয়াছ। আমরাও হরিতে ভক্তি অনুষ্ঠান করিয়া হরিদাস হইয়াছি। অতএব বস্তুশক্তি কদাচ বুদ্ধি-শক্তির অপেক্ষা করেন না, এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবেরতত্ত্ব নিরাকারবাদির “তত্ত্বের মতন তত্ত্ব নহে, নিরাকারবাদী বলেন, হে ঈশ্বর! তোমার হাতও নাই, পাও নাই, তুমি আমায় অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, বৈষ্ণব বলেন, জ্যোতির অভ্যন্তরে শ্যামল কমললোচন রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপই তত্ত্ব। শাক্তও বলেন, উমা মহেশ্বর রূপই তত্ত্ব। তবে আর এ বিষয় তত বিবাদের বিষয় নহে, এ হেতু যখন

উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, তথন তত্ত্বজ্ঞান সকলের পক্ষেই মুক্তির প্রতি কারণ, এ কথা বলিলে কোনই বিরোধ নাই। কিন্তু হরিনাম ব্রহ্ম হইলেই যে সকলের পক্ষে "মুক্তির প্রতি কারণ ইহা নহে, অর্থাৎ যাহারা বলেন যে, মৎস্যের ঝোল, কামিনীর কোল, দুই নিয়া হরি হরি বোল।" এইরূপ ভক্তের হরি নাম কীর্ত্তন কদাচই মুক্তির প্রতি কারণ হইবে না। শ্রীমুখে বলিয়াছেন, যথা, "পদাপি ন স্পৃশেৎভিক্ষুর্যুবতীং দারবীমপি" আমার ভক্তভিক্ষু চরণ দ্বারা দারুময়ী যুবতীকেও স্পর্শ করিবে না। "মৎস্যাশীনস্মরেৎ কৃষ্ণং মাংসাশী নচ মাম্ স্পৃশেৎ।" মৎস্য মাংস ভোজী হরি নাম কীর্ত্তনে এবং শ্রীবিগ্রহ স্পর্শে অনধিকারী, এ বিষয়ে অর্ব্বাচীনদিগের ঐরূপ বাক্য নিতান্তই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। চৈতন্যদেবের একটি ভক্ত, একটি স্ত্রীজাতির নিকট হইতে তণ্ডুল বিনিময় করিয়া আনিয়াছিল, প্রভু এ বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া, তদবধি ঐ ভক্তটিকে চির-জীবনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইদানীং গুরুগণ, ভক্তগণ স্বেচ্ছানুরূপ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে-ছেন এবং আমরা হরিদাস চৈতন্যহাটের খরিদ্দার, আমা-দের বিধি নিষেধ নাই, আমরা জীবন্মুক্ত হইয়াছি, এইরূপে বিশ্ববঞ্চনা করিতেছেন। ইহারা চৈতন্যদেবের কলঙ্ককারী মাত্র। যদি হরি ঐরূপ মৎস্যকামিনী পরায়ণ পাষণ্ডের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত তবে আর সে হরি-নামে সাধুর প্রয়োজন নাই। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে গঙ্গা এবং হরিনাম উভয়েই দোষের ভাগী হইয়াছেন।

আধুনিক গুরুগণও এইরূপ ব্যবস্থা দিতেছেন যে, অখাদ্যই খাও, আর অগম্য গমনই কর, একবার গঙ্গাস্নান করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই পবিত্র হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমের বিষয়; হরি পতিতপাবন হইয়া কি পতিতবৃদ্ধি করিতে বসিয়াছেন? গঙ্গাপতিতপাবনী হইয়া কি পতিত সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন? তাহা কখনই নয় নব্যগুরুদের ইহা কল্পিত ব্যবস্থা মাত্র। পূর্ব্বে যে সকল নাম মাহাত্ম্য সাধুরা বলিয়াছেন, "যথা একবার কৃষ্ণনামে যত পাপ হরে, পাতকির কি আছে সাধ্য তত পাপ করে" ইত্যাদি বাক্য কেবল প্রবৃত্তিবর্ত্ত বলিতে হইবে। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুগ্রন্থে বলিয়াছেন, যথা "শ্বাদোপিসদ্যঃ শবনায়কল্পাতে, কুতঃ পুনস্তেভগবন্নু দর্শনাৎ।" হরি! তোমার নাম করিয়া কুক্কুরমাংসভোজী চণ্ডালও তৎক্ষণাৎ সোমাদিযাগের হোতৃ-পদে অধিকারী হইতে পারে, তাহার তাৎপর্য্য হরিনাম পরায়ণ চণ্ডালের অস্পৃশ্যত্ব তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইবার কথা বটে, কিন্তু স্বয়ং অর্চ্চনাদি কার্য্যাধিকারে জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয়। যেমন অনুপনীত ব্রাহ্মণ সন্তানের উপনয়ন-জন্ম বিনা হরি-পূজাদিতে অনধিকারিতা রহিয়াছে, ঐরূপ নীচ জাতির জন্মান্তরাপেক্ষা করিতে হয়। যথা "পিব-নিম্বং প্রদাস্যামিপুত্রতেখণ্ডলড্ডুকং"। মাতা, রোগী বালককে বলেন যে, হে পুত্র! তুমি নিম্ব ঔষধ পান কর, ইহার পর তোমায় খণ্ডলড্ডুক প্রদান করিব এইরূপ বলিয়া ঔষধ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লড্ডুক প্রদান করেন না। পরে আরোগ্য হইলেই মধুলড্ডুক

প্রদান করেন, সেইরূপ পূর্ব্ব বাক্যার্থও জানিতে হইবে।

অন্বিক্ষেত ইতি।

জীব চৈতন্যে সততই এরূপ বাসনা হইতেছে যে, "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মনাগপি"। অর্থাৎ জীব মনে করিতেছে, আমি সততই সুখানুভব করি, দুঃখের বিন্দুমাত্র ও যেন আমায় অনুভব করিতে না হয়, কিন্তু জীবাশার ফল বিপরীতরূপেই উপস্থিত হইতেছে; তথাচ আরম্ভ কালীন জীব তাহা জানিয়াও অনুমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছে না। ভেক মনে করিল পিপীলিকাদল ভোজন করিলে সুখী হইব। ভেক পিপীলিকাদল ভোজন করিতে চলিল ঐরূপ সর্প মনে করিল, ভেক ভক্ষণ করিয়া সুখী হইব। ভেক ভক্ষণে সর্প চলিল, ঐ সমকালীন ময়ূর মনে করিল, সর্প ভক্ষণ করিয়া সুখী হইব। সর্পবিনাশে ময়ূর চলিল, ঐ সময়ে ব্যাধ বিবেচনা করিল, ময়ূর বিনাশ কবিয়া সুখী হইব। ব্যাধ সগুনলি লইয়া ময়ূরকে লক্ষ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কাল ব্যাঘ্ররূপে উপস্থিত হইয়া ব্যাধকে আক্রমণ করিল। এইরূপেই জীবের সুখারম্ভ ব্যাপার প্রায় দুঃখরূপে পরিনত হইয়া থাকে। পতঙ্গ অগ্নিশিখাকে সুখময় দেখিয়া উপস্থিত মাত্রই বিপরীত ফললাভ করে, মৎস্য আমিশ বেষ্টিত বড়িশকে গ্রাস করিয়া, বিপরীত ফললাভ করে; এইরূপ জীবমাত্রেরই চরমে আশার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। মৃগগণ ব্যাধের মুরলীরব শ্রবণ করিয়া সুখ বাসনায় স্থিরচিত্ত হইলে ব্যাধশরাঘাতে বিপরীত ফল লাভ করিয়া থাকে। মাতঙ্গ, পালিত হস্তিনীর সঙ্গ সুখ

বাসনায় কারারুদ্ধ হইয়া বিপরীত ফললাভ করে, মক্ষিকা মধুপাত্রস্থ সকল মধুপান করিব এইরূপ বহু আশায় পাত্রে পতিত মাত্রই আশার বিপরীত ফললাভ করে, এইরূপ মনুষ্য জীবও পণ্ডিতত্ব সুখ, ধনিত্ব সুখ, কামিনী-সুখ-লালসায় যতই ব্যাপার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রবৃত্তির অননুরূপ হেতু তাহাদের সুখসামগ্রী সকলি বিষরূপে উপস্থিত হয়। এই ভয়ানক ভবাটবিতে বিশ্বজীব সততই সুখী হইতে বাসনা করিতেছে বটে, কিন্তু সুখসামগ্রী অভাবে ইহাদের সুখের লেশমাত্র হইবার সম্ভব নাই। বিশ্বে সুখসামগ্রীর অভাব নাই, কেবল জীব সুখসামগ্রী চিনিতে না পারিয়া অমৃতজ্ঞানে বিষপান করিতে করিতে জীবন্মৃতের ন্যায় দুঃখ সমুদ্রে চিরনিমগ্ন রহিয়াছে। মায়াময় সংসার একটি ভয়ানক বন বিশেষ, এই মায়াকাননে মোহময় উত্তুঙ্গ মহামহীরুহ অভাবময় গগন স্পর্শ করিয়া বিরাজমান রহিয়াছে, জীব, মোহতরুর বাহিক আরক্তিম মহাকালের ফল সুন্দর দেখিয়া তাহারিই প্রত্যাশায় চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মায়াবিদ্যুৎ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছে, এদিকে কালরূপ মহামার্ত্তণ্ড উদিত হইয়া উদয়াস্ত ওষ্ঠ বিবৃত করিয়া জীবের জীবন ভোজন করিতেছে, জীব কখনও বা সংহারকভানুকিরণে উত্তপ্ত হইয়া মুক্তপুচ্ছ কালভুজঙ্গের ফণাচ্ছায়ায় কলেবর আচ্ছাদন করিতেছে, ঐ ভীষণবনে মন্যুময় তীক্ষ্ণবিষাণ মহামহিষাসুর, লোভময় তীক্ষ্ণতুণ্ড দুষ্ট সুন্দর বিহঙ্গম, কামময় তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাপশু কন্দর্প, ঐশ্বর্য্যময় মহারৌরবরূপিমহা-

মদ, পরশ্রীকাতর মহাজিগীষু মাৎসর্য্য, সততই জীবকে উৎপীড়িত করিতেছে। রিপুভয়ে জীবগণ কখনও দেব, কখন দানব, কখন দৈত্য, কখন রাক্ষস, কখন গন্ধর্ব্ব কখন কিন্নর, কখন সিদ্ধ, কখন চারণ, কখন বিদ্যাধর, কখন ভুত, কখন কীট, কখন পতঙ্গ প্রভৃতি নানাযোনিতে ভ্রমণ করিয়া পলায়ণ করিতেছে। কিন্তু জীব যতই কেননা নানাদেশে পলায়ণ করুক, সর্ব্বভোজী সর্ব্বগামী অপ্রতিক্রিয় কালকবল হইতে যে পর্য্যন্ত হরিপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত কোথায় যাইয়াই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। জীব মনে করি-লেন, হরিচরণ চিন্তায় বড়ই দুঃখ পাইতেছি, ইহা আর ভাল লাগে না, সংসারে কামিনীকাঞ্চন লইয়া সুখী হইব, সংসার সুখে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, গৃহক্ষেত্র বধুপুত্র স্বরূপ মহাদাবানলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, বরং হরিচরণ চিন্তায় যে কঠোর দুঃখ পাইয়াছিলেন, তারতম্য করিলে সংসার দাবানলের নিকট উহা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বই আর কিছুই নয়, সর্পের মুখ-প্রবিষ্ট মণ্ডুক যদি মনে করে এখন ত আমায় ভুজঙ্গ সম্যকগ্রাস করিতেছে না, কেবলমাত্র দন্ত-দষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, বোধ হয় এখনও আমি দন্তমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার লম্ফ-ঝম্প করিতে পারিব। এইরূপ জীব মাত্রই আশাপিশাচির ভ্রান্তি-পাশগ্রস্থ হইয়া অপদার্থে পদার্থ জ্ঞান করিয়া অসুখসামগ্রী সেবনপূর্ব্বক সুখী হইতে বাসনা করিতেছে। তবে আর জীবের নিত্য সুখ সম্ভোগ সম্ভাবনা কোথায়? সুখের সামগ্রী পশ্চিমদিকে হারাইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে যদি কেহ পূর্ব্বদিকে ধাবিত,

হয়, তবে অনন্তকোটিকাল ভ্রমণ করিয়াও তাঁহার সুখ-লেশের অনুমাত্র সম্ভাবনা কোথায়? বৃদ্ধজরদ্‌গব বলি-তেছেন, ধান্যতুষাবৃত বলিয়া কি সুখদায়ক নহে? ঐরূপ সংযোগ বিয়োগাত্মক সংসারে দুঃখ থাকিলেও সংসার সুখকে অবশ্যই সুখ বলিতে হইবেই হইবে। এখন বিচার করা হউক, জরদ্‌গবের মতে সংসারই বাস্তবিক সুখ, কিম্বা শ্রীচৈতন্যদেবের মতে সংসার বৈরাগ্য বাস্ত-বিক সুখ, ফলতঃ বৈরাগ্য সুখই সুখপদবাচ্য বলিতে হইবে নিত্যানন্দাভিলাষী জীবের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চনময় সংসার-সুখ কদাচই সুখপদবাচ্য হইতে পারিবে না। রাজার আদেশে বধ্যভূমি নিয়মান দস্যুর যতক্ষণ সংসারসুখ অনুভব হইবে, তাহার লবমাত্র কাল যেমন সুখময় বলিয়া বোধ হয় না, সেইরূপ প্রতিদিন জীবের বিনাশ দেখিয়া সংসার সুখকে কখনই বাস্তবিক সুখ বলা যাইতে পারে না। দেবদত্ত স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন, তাহার নিকট বিশ্বমোহিনী ভামিনী আসিয়া হাব, ভাব, লাবণ্য প্রকাশ করিতে করিতে মনো-রঞ্জন করিতেছে। যজ্ঞদত্ত স্বপ্নাবস্থায় দেখিলেন, যে তাহার নিকট ভয়ানক ব্যাঘ্র আসিয়া তীক্ষ্ণদংষ্ট্র বদন বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময় উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল, দেবদত্ত বলিলেন, ভাই যজ্ঞদত্ত! স্বপ্নে বিশ্বোমোহিনী ভামিনী কামিনী দেখিয়াছি, কি বলিব ভাই, ঐ ভামিনী হাব, ভাব, লাবণ্য প্রকাশ করিয়া যেরূপ আমার চিত্ত বিনোদন করিয়াছিল, এখন তাহা চিন্তা করিয়া বড়ই অনুতাপ হইতেছে, বাসনা হয় ঐরূপ ভামিনী লইয়া নিত্য নিত্যই চিত্ত বিনোদন

করি। যজ্ঞদত্ত বলিলেন, ভাই আজ আমি স্বপ্নে দেখিলাম ভয়ানক শার্দ্দূল তীক্ষ্ণদংষ্ট্র-বদন বিস্তার করিয়া আমায় গ্রাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ভাই! কি বলিব ব্যাঘ্রের আক্রমণ চিন্তা করিয়া এখনও আমার বদন শুষ্ক হইতেছে। এখন বিবেচনা করা হউক যে, স্বপ্নের কামিনী ও শার্দ্দূল হইতে সুখ এবং ভয় উহা সত্য অথবা সম্পূর্ণ মিথ্যা কিনা? তথ্য বিচার করিতে হইলে স্বপ্নের কামিনী ও তাঁহার হাব, ভাব, লাবণ্যাদি, এবং স্বপ্নের ব্যাঘ্র ও তাঁহার তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র ও বিস্তৃত বদন এবং করবাল নখাক্রমণ একেবারেই সম্পূর্ণ মিথ্যা, যদি সত্য হইত তাহা হইলে, উচ্চপ্রাসাদে পর্য্যঙ্কতলে শয়ন করিয়া যে কামিনী এবং ব্যাঘ্র দেখা গিয়াছিল, তাহারা অর্গলাবৃত কপাট দ্বারে কিরূপে শয্যায় আগমন করিল? কিরূপে সুখ এবং ভয় দর্শন করাইল? এবং কিরূপেই বা এক নিমিশ মধ্যে উহারাপলায়ন করিল? তবে কিনা ফলতঃ কিছুই নয়, কেবল মায়াগুণবৃত্তিমাত্র। এই রূপ জাগ্রৎ অবস্থায় যেরূপ, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয় চিত্ত স্পন্দন কল্পনায় অনুভব করিতেছি, তাহাও স্বাপ্নিক বিষয়ের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানিতে হইবে, (ব্রহ্মৈব বস্তু তদন্যদখিল মনিত্যং) অর্থাৎ ব্রহ্মই বাস্তবিক বস্তু, তদন্য সকলই অসৎকল্পনামাত্র। জীব মোহময়ী প্রমাদ মদিরা পান করিয়া মনে করিতেছে, আমি জন্মিয়াছি, এই আমার জনক-জননী, গৃহক্ষেত্র পুত্র, শত্রু, মিত্র, সম্পত্তি, বল, বিদ্যা এইরূপ অপদার্থে পদার্থ কল্পনা করিয়া ঐন্দ্রজালিক বস্তুর ন্যায় অবিদ্যা অনুভব করিতেছে, এখন স্থির সিদ্ধান্ত হইল, বিষয় ধ্যানশীল বিষয়ীর স্বপ্ন

বিষয়ের ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থার বিষয়ও অনাদিসিদ্ধ অবিদ্যা মায়া বই আর কিছুই নয়, সকল মিথ্যা, সকল মিথ্যা, সকল মিথ্যা, কেবল সচ্চিদানন্দ গোবিন্দই একমাত্র যথার্থ বস্তু।

জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমরা এই সংসারের ভ্রমময়ত্ব সচ্ছন্দে অনুভব করিতেছি, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডকিরণ দেখিয়া মৃগ প্রভৃতি পশুগণের ন্যায় আমরাও জল ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়া থাকি। ক্রমে আমরাও যত দূর ধাবিত হইতে থাকি ঐ মৃগ তৃষ্ণাও ক্রমে বিদূরিত হইতে থাকে, শেষ তন্ন তন্ন করিয়া ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, তাহাতে জলের বিন্দুমাত্রও নাই। উহা কেবল সুতেজ পদার্থ মাত্র, কখন বা কাচময় প্রদেশ দেখিয়া তাহাতে জল ভ্রম হইয়া থাকে, শেষ বিচার করিয়া ইহাই প্রতীতি হয় যে, উহাতে জলের বিন্দুমাত্রও নাই। কখন বা ভয়ানক চিত্রসর্প দেখিয়া মালাজ্ঞানে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইয়া দেখিতে পাই, তাহাতে সুগন্ধি পুষ্পমালার কোন সম্পর্ক নাই, কেবল মাত্র ভয়ানক মুক্তপুচ্ছ কাল ভুজঙ্গই বিরাজ করিতেছে। এইরূপ আমরা সংসারে যে সকল পদার্থ দেখিতেছি তাহা সম্পূর্ণই মিথ্যা তাহার অনুমাত্রেও সত্য লেশের সম্পর্ক নাই। কেবল, অধিষ্ঠান সত্বাই বৃক্ষ, পর্ব্বত, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি রূপে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে অবশ্যই আমরা জানিতে পারি যে, এই বিশ্ব যাঁহাকে আধার করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, সেই জগৎ আধার পদার্থই একমাত্র সত্য তদ্‌বিনা বিশ্বের নানা-রূপ সমস্তই মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা, সকলই মিথ্যা অর্থাৎ কেবল জগদ্ধাত্রাত্মিকা রাধিকা হৃদানন্দ গোবিন্দই সত্য পদার্থ।

যমানভীক্ষ্ণং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ ক্বচিৎ।
মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং ॥ ৫ ॥
অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরো হ্র্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্ ॥ ৬ ॥

কিন্তু যামান্ অহিংসাদীন্ অভীক্ষ্ণমাদরেণ সেবেত শৌচাদীংস্তু নিয়মান্ ক্বচিদ্যথাশক্তি তথাত্ম জ্ঞান বিরোধেন যমান্ দ্বাদশ নিয়মাংশ্চ একোনবিংশে-হধ্যায়ে বক্ষ্যতি। কিঞ্চ যমেষ্বপ্যাদরং পরিত্যজ্য গুরুমুপাসীতেত্যাহ মদ-ভিজ্ঞমিতি। মদাত্মকং মদ্রূপং ॥ ৫ ॥

গুরুসেবকস্য ধর্ম্মমাহ অমানীতি। দক্ষঃ অনলসঃ নির্ম্মমঃ জায়াদিষু মমতা শূন্যঃ। গুরৌতু দৃঢ়সৌহৃদঃ অসত্বরঃ অব্যগ্রঃ। অমোঘবাক্ ব্যর্থালাপ রহিতঃ এতান্যেব শিষ্যলক্ষণানি জ্ঞেয়ানি ॥ ৬ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

যমানিত্যর্দ্ধকং ॥ ৫ ॥

মদভিজ্ঞমিত যুগ্মকং। জায়াদিষু উদাসীনঃ মমতা বিশেষমভাবয়ন্।

অতএব মদধীন ব্যক্তি কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক, পরে আত্মতত্ব বিচারে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম বিধিতেও আর আদর করিবে না ॥ ৪ ॥

মৎ পর হইয়া সর্ব্বদা আদর পূর্ব্বক যম অর্থাৎ অহিংসাদির অনুষ্ঠান করিবে এবং যথাশক্তি নিয়ম অর্থাৎ শৌচাদি কর্ম্ম করিবে। আর আমাকে জানেন অথচ আমার স্বরূপ শমতা গুণবিশিষ্ট গুরুর উপাসনা করিবে ॥৫॥

গুরুসেবকের ধর্ম্ম এই যে; শিষ্য ব্যক্তি অভিমান শূন্য, নিরহঙ্কৃত, অনলস, মমতা রহিত, সৌহৃদ্য বিশিষ্ট, অসত্বর, অর্থজিজ্ঞাসু; অসূয়া শূন্য ও ব্যর্থালাপ রহিত হইবেন ॥ ৬ ॥

জায়াপত্য গৃহ ক্ষেত্র স্বজন দ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নি দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ ॥ ৮ ॥

নন্থ জায়াদিষু কথং নির্ম্মমঃ স্যাৎ তত্রাহ জায়েতি। ঔদাসীন্য হেতুং বিবেকং দর্শয়তি আত্মনেঽর্থং প্রয়োজনং সর্ব্বত্র সমমিব পশ্যন্নিতি। অয়ং ভাবঃ সর্ব্ব দেহেষ্বাত্মন একত্বাৎ জায়াদি দেহে অন্যস্মিংশ্চ দেহে আত্মনোঽর্থঃ সুখাদিঃ সম এব কেন বিশেষেণ এতেষেব মমত্বাভিনিবেশ ইত্যেবমুদাসীনঃ সন্ গুরুং প্রপদ্যেতেতি ॥ ৭ ॥

অহো কোঽসৌদেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা যস্যৈকাদর্থঃ সর্ব্বেষু সমঃ স্যাৎ তমাহ বিলক্ষণ ইতি। স্থূল সূক্ষ্মাদ্দেহদ্বয়াত্মা অন্যঃ যতো বিলক্ষণঃ। দ্বেধা বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি ঈক্ষিতা স্বদৃক্ ইতি। দ্রষ্টাহি দৃশ্যাদ্বিলক্ষণঃ স্বপ্রকাশশ্চ জড়াদ্বিলক্ষণয়োরন্যত্বে দৃষ্টান্তঃ যথাগ্নির্দাহকঃ প্রকাশকশ্চ দাহ্যাৎ প্রকাশ্যাচ্চ দারুণঃ কাষ্ঠাদন্যঃ তদ্বদিতি ॥ ৮ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

যতঃ সর্ব্বেষু জীবেষু সুখরূপং দুঃখ হানিরূপং চার্থমাত্মন ইব পশ্যন্ বাঞ্ছন্। অতঃ সমংচ পশ্যন্নিতি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

নন্থ জায়াদিষু সম্বন্ধ বৈশিষ্টেন মম বৈশিষ্ট্যাত্তদ্বিতানুসন্ধান বৈশিষ্ট্যং

আর জায়া, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন জনাদি সমুদায় বিষয়ে উদাসীন হইয়া আপনার বস্তুর ন্যায় সকল পদার্থকে সমভাবে দর্শন করিবে ॥ ৭ ॥

যদি বল, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা কাহাকে বলে, যাঁহার ঐক্য জ্ঞানে সকল বিষয়ে সম হইবে? ইহার উত্তর এই, দৃশ্য পদার্থ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে দ্রষ্টা স্বয়ং প্রকাশ

নিরোধোৎপত্ত্যণু বৃহন্নানাত্বং তৎকৃতান্ গুণান্।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহ গুণান্ পরঃ ॥ ৯ ॥
যোঽসৌ গুণৈর্বিরচিতো দেহোঽয়ং পুরুষস্য হি।
সংসারস্তন্নিবন্ধোঽয়ং পুংসো বিদ্যাচ্ছিদাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

অনেনৈব দৃষ্টান্তেন নিত্যত্বানাদিত্ব বিভুত্বৈকত্বাদয়োঽপি সিদ্ধা ইত্যাহ নিরোধেতি যথা দারুষ্বন্তঃ প্রবিষ্টোঽগ্নি স্তৎ কৃতান্ নাশাদীন্ প্রাপ্নোতি নতু স্বতো নাশাদিমান্ এবং দেহ গুণান্ নিত্যত্বাদীন্ দেহাৎ পরো নিত্যাদি স্বরূপোঽপ্যাত্মানুভবতি। ততশ্চ নিত্যত্বাদিভিরপি বৈলক্ষণ্যাদন্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

নন্বগ্নের্দারু সংযোগাত্তদ্ধর্ম্ম ভাকৃত্বং ঘটতে আত্মনস্তু অসঙ্গত্বাৎ কথং দেহেন তদ্ধর্ম্মৈ র্বা সম্বন্ধঃ সম্বন্ধে বা কুতস্তন্নিবৃত্তি তত্রাহ যোঽসাবিতি। পুরুষস্যেশ্বরস্যাধীনৈর্মায়া গুণৈ র্যোঽসৌ সূক্ষ্মঃ অয়ঞ্চ স্থূলো দেহো বিরচিতঃ পুংসো জীবস্যায়ং সংসার স্তন্নিবন্ধ স্তদধ্যাস কৃতঃ হি যস্মাদেবং তস্মাদাত্মবিদ্যা তন্নিবর্ত্তকেত্যাহ আত্মনো বিদ্যাজ্ঞানং তস্য ছিৎ ছেত্রী আচ্ছিদিতি বা পদচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তন্নির্বারমিত্যাশঙ্ক্য কৈমুত্যেন তৎ সম্বন্ধং বারয়তি বিলক্ষণ ইতি চতুর্ভিঃ ॥ ৮ ॥ ॥ ৯ ॥ ১০ ॥

আত্মা ভিন্ন হয়েন, যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন হয় তাহার ন্যায়॥ ৮ ॥

যেমন অগ্নি কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়া নিরোধ, উৎপত্তি, অণুত্ব, বৃহত্ত্ব, নানাত্বাদি দাহ্য পদার্থের গুণ ধারণ করে, তদ্রূপ পরমাত্মা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গুণে গুণবান্ হয়েন॥ ৯ ॥

ঈশ্বরের মায়া গুণে বিরচিত যে এই স্থূল সূক্ষ্ম দেহ,

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরং।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তুবুদ্ধ্যা যথাক্রমং ॥ ১১ ॥
আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যাসন্ধিঃ সুখাবহঃ ॥ ১২ ॥

যস্মাদেবং তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়া বিচারেণ আত্মস্থং কার্য্যকারণ সংঘাত এব স্থিতং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা এতস্মিন্ দেহাদৌ বস্তু বুদ্ধিং স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমেণ নিরসেৎ ত্যজেৎ ॥ ১১ ॥

গুর্বোর্লব্ধা বিদ্যা অবিদ্যা তৎকার্য্য নিরসন ক্ষমেতি স্ফুটীকর্ত্তুং বিদ্যোৎপত্তিং অগ্ন্যুৎপত্তি রূপেণ নিরূপয়তি আচার্য্য ইতি। আদ্যোঽধরঃ তৎ সন্ধানঞ্চ তয়োর্মধ্যমং মথন কাষ্ঠং প্রবচনমুপদেশঃ বিদ্যাতু সন্ধিঃ সন্ধৌ ভবন্নগ্নিরিব। তথাচ শ্রুতিঃ আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপং অন্তেবাস্যুত্তর রূপং বিদ্যাসন্ধিঃ প্রবচনং সন্ধানমিতি ॥ ১২ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অনগ্নিবদ্যথাগ্নিরিতি স যথা ভূত সূক্ষ্ম রূপেণ তিষ্ঠন্ স্পষ্টং নতিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ। নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

অথেতি যুগ্মকং। আত্মা এতন্মনঃ সচাত্মনে তদুপহিতং লিঙ্গ শরীরং

তন্নিবন্ধনই জীবের সংসার, আর চিদাত্ম বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই তাহার উচ্ছেদের কারণ ॥ ১০ ॥

অতএব বিচার দ্বারা কার্য্য কারণ সংঘাতস্থিত এক মাত্র আত্মাকে জানিয়া স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে দেহাদিতে বস্তু বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে ॥ ১১ ॥

আচার্য্য পূর্ব্ব অরণি স্বরূপ, শিষ্য উত্তর অরণি স্বরূপ ও উপদেশ তন্মধ্যস্থ মথন কাষ্ঠ স্বরূপ এবং সুখাবহ বিদ্যা তদুত্থ অগ্নি স্বরূপ জানিবে ॥ ১২ ॥

বৈশারদী সাতি বিশুদ্ধবুদ্ধি র্ধুনোতিমায়াং গুণসংপ্রসূতাং।
গুণাংশ্চ সংদহ্য যদাত্মমেতৎ স্বয়ঞ্চ সাম্যত্যসমিদ্যথাগ্নিঃ॥১৩
অথৈষাং কর্ম্মকর্ত্তৃণাং ভোক্তৃণাং সুখ দুঃখয়োঃ।
নানাত্বমথ নিত্যঞ্চ লোককালগমাত্মনাং॥

অগ্নি সাদৃশ্যমেব.হ বৈশারদীতি বিশারদো নিপুণঃ তেন শিষ্যেণ প্রাপ্তা তেন গুরুণোপদিষ্টা বা অতি বিশুদ্ধা বুদ্ধঃ গুণ কার্য্যরূপাং মায়াং নিবর্ত্তয়তি যদাত্মকমেতদ্বিশ্বং জীবস্য সংসৃতি নিমিত্তং তান্ দগ্ধা অসমিং নিরন্ধনঃ। তস্মাৎ কার্য্যেণ কারণেন বিদ্যয়াচ ব্যবধানাভাবাং সাক্ষাৎ পরমানন্দ রূপো ভবতীতি॥ ১৩॥

এবং তাবৎ স্বপ্রকাশ জ্ঞান স্বরূপো নিত্য এক এব আত্মা কর্ত্তৃত্বাদয়শ্চ ধর্ম্মা স্তস্য দেহোপাধিকা স্তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চ সর্ব্বমনিত্যং মায়াময়ঞ্চ অতঃ সর্ব্বতো বিরক্তঃ সন আত্মজ্ঞানেন মুচ্যত ইত্যুক্তং বিলক্ষণঃ স্থূল সূক্ষ্মাদিত্যাদিনা। তদেবং শ্রুতি সমন্বয়েন নির্ণীতেঽপ্যর্থে মতান্তর বিরোধেন সন্দেহোমাভূদিতি তন্মতং নিরাকর্ত্তু মুত্তাবয়তি অথেতি। অথমন্যসে এষাং জীবাত্মনাং কর্ম্ম কর্ত্তৃণাং সুখ দুঃখয়ো র্ভোক্তৃণাঞ্চ নানাত্বমিতি এবং হি জৈমিনীয়া মন্যন্তে অহং প্রত্যয় বিজ্ঞেয় এবাত্মা স চ প্রতিশরীরং ভিন্ন কর্ত্তৃভোক্ত রূপশ্চ নতু তংস্বরূপভূতো নির্ব্বিকার একঃ পরমাত্মাস্তীতি যথাহুরহং প্রত্যয় বিজ্ঞেয়ো বিজ্ঞাতব্যঃ সদেবহিতি তথা বৈরাগ্যঞ্চ ন সম্ভবতি তথাহি ভোগস্থানা নাম নিত্যত্বাদ্বৈরাগ্যং ভবেং। ভোগকালস্য বা তদুপায় কর্ম্মবোধকাগমস্য বা

ক্রমসন্দর্ভঃ।

মন্যস ইতি পূর্ব্ব মন্তান্ প্রত্যুপদিশতীতি যদুক্তঃ নহ্যস্যাবনীশ্বরবাদী ভবতীতি। টীকায়াং বিক্রীয়েতি যথা॥ ১৩॥

পূর্ব্বোক্ত গুরু কর্ত্তৃক প্রাপ্ত অতি বিশুদ্ধ বুদ্ধিই গুণ কার্য্য রূপ মায়াকে নিবৃত্ত করে এবং জীবের সংসার নিমিত্ত এই বিশ্ব যদাত্মক, সেই গুণ সকলকে মুগ্ধ করিয়া কাষ্ঠ শূন্য অগ্নির ন্যায় শেষে স্বয়ং উপশান্ত হয়॥ ১৩॥

মন্যসে সর্ব্বভাবানাং সংস্থাহ্যৌৎপত্তিকী যথা।
তত্তদাকৃতি ভেদেন জায়তে ভিদ্যতেচ ধীঃ॥ ১৪॥
এবমপ্যঙ্গ সর্ব্বেষাং দেহিনাং দেহযোগতঃ।
কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয়োঽসকৃৎ॥ ১৫॥

ভোক্তুরাত্মনো বা ন স্বেত দস্তীত্যাহ অথ নিত্যত্বং লোক কালাগমাত্মনাং মন্যস ইতি ন চ সর্ব্বভোগ্যানাং বিচ্ছেদাম্মায়া মন্তব্যাধা বৈরাগ্যং স্যাদিত্যাহ সর্ব্ব ভাবানাং স্রক্ চন্দনাদীনাং সংস্থাস্থিতিঃ ঔৎপত্তিকী প্রবাহ রূপেণ নিত্যা। তথাচ বদন্তি ন কদাচিদনীদৃশং জগদিতি। অতস্তৎ কর্ত্তাকশ্চিদীশ্বরোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ যথা যথাবৎ নতু মায়াময়ীত্যর্থঃ। নচাত্ম স্বরূপ ভূতং নিত্যমেকং জ্ঞানমস্তীত্যাহ ভিদ্যতেচ। ঘট পটাদ্যাকার ভেদেন ধীর্জায়তে অতোঽনিত্যাভিদ্যতেচ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। নহি নিত্য-জ্ঞান রূপ আত্মা অপিতু জ্ঞান পরিণামবান্ নচ বিকারিত্বেনানিত্যত্বে বিরোৎ-স্মৃত ইতি। অতো মুক্তাবিন্দ্রিয়াদি রহিতস্য পরিণামা সম্ভবাৎ জড়ত্বেন তৎ-প্রাপ্তে রপুরুষার্থত্বাৎ প্রবৃত্তিরেব শ্রেয়সী নতু নিবৃত্তিরিতি॥ ১৪॥

তত্র তাবত্তদুক্তমঙ্গীকৃত্য বৈরাগ্যোপপাদনায় প্রবৃত্তি মার্গ স্যানর্থ হেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি এবমপীত্যাদিনা লোকানাং লোকপালানামিত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন অঙ্গ হে উদ্ধব কালাবয় বতঃ সংবৎসরাদি রূপাৎ॥ ১৫॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

সূর্য্যো ধূমাদ্যুপাধিং প্রাপ্য রশ্মি দ্বারা মেঘ স্বরূপেণ পরিণমতে নিত্যঞ্চ তিষ্ঠতি তদ্বদিতি জ্ঞেয়ঃ॥ ১৪॥ ১৫॥

যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তা জীবের নানাত্ব স্বীকার কর, যদি স্বর্গাদি লোক, তদ্ভোগ কাল, তৎ প্রতি-পাদ্য আগম ও ভোক্তা আত্মার নিত্যত্ব অঙ্গীকার কর, যদি স্রক্ চন্দনাদি বিষয় সকলের প্রবাহ রূপে নিত্যত্ব ও মায়িকত্ব মান এবং যদি ঘট পটাদি জ্ঞানকে তত্তদাকার ভেদে ভিন্ন ও উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার কর॥ ১৪॥

তত্রাপি কর্ম্মণাং কর্ত্তুরস্বাতন্ত্র্যঞ্চ লক্ষ্যতে।
ভোক্তুশ্চ দুঃখ সুখয়োঃ কোহন্বর্থোবিবশং ভজেৎ ॥১৬
ন দেহিনাং সুখং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে বিদুষামপি।
তথাচ দুঃখং মূঢ়ানাং বৃথাহঙ্করণং পরং ॥ ১৭ ॥

তত্রাপীতি স্বাতন্ত্র্য পক্ষেপি দুষ্কর্ম্মণোদুঃখভোগস্য চ সম্ভবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নন্নু যে সম্যক্ কর্ম্ম কর্ত্তুং জানন্তি তএব সুখিনঃ যে ন জানন্তি ত এব তে দুঃখিন ইতি চেত্তত্রাহনেতি।
বিদুষামপি কচিৎ সুখং ন বিদ্যতে তথা মূঢ়ানামপি কচিদ্দুঃখং ন বিদ্যতে ততো বয়ং কর্ম্ম কুশলত্বাং সুখিন ইতি তেষাং কেবলং বৃথৈবাহঙ্কার ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তস্মাং কোন্নু অর্থঃ পুরুষোর্থো বিবশ মস্বতন্ত্রং ভজেৎ তত্র স্থিরী ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
ন দেহিনামিতি কৈঃ। তত্র বিদুষামপীত্যাদৌ প্রমাদেনাপি কর্ম্ম বৈগুণ্যাদি ভাবঃ।

হে অঙ্গ! তাহা হইলে শ্রবণ কর, দেহ যোগ নিমিত্ত সকল দেহিরই সম্বৎসরাদি রূপ কাল বশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্মাদি হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

এবং তন্মধ্যেও কর্ম্ম কর্ত্তা ও সুখ দুঃখ ভোক্তা জীবের পরাধীনত্বও দেখিতে পাইতেছি, অতএব কোন পুরুষার্থই অস্বাধীন ব্যক্তিকে ভজনা করেন না ॥ ১৬ ॥

হে উদ্ধব! যদি এরূপ বল, যাঁহারা সম্যক্ রূপে কর্ম্ম করিতে জানে তাহারাই সুখী, যাহারা ঐ রূপ কর্ম্ম করিতে জানেনা তাহারাই দুঃখী, এ কথা বলিও না, কারণ সমগ্র-রূপে কর্ম্মকারি পণ্ডিতদিগেরও কোন সুখ নাই এবং মূঢ়

যদি প্রাপ্তিং বিঘাতঞ্চ জানন্তি সুখদুঃখয়োঃ।
তে হপ্যদ্ধা ন বিদুর্যোগং মৃত্যু র্ন প্রভবেদ্যথা ॥ ১৮ ॥
কিং ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে।
আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রুতঞ্চ দৃষ্টবদ্দুষ্টং স্পর্দ্ধাসূয়াত্যয়ব্যয়ৈঃ।
বহ্বন্তরায় কামত্বাৎ কৃষিবচ্চাপি নিষ্ফলং ॥ ২০ ॥

অঙ্গিকৃত্যাপ্যাহ যদীতি। তং যোগং উপায়ং ন বিদুঃ যথা সাক্ষান্মৃত্যু র্ন প্রভবেৎ ॥ ১৮ ॥

তথাপি যাবজ্জীবং সুখং ভবিষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ কিংস্বিতি। যতোহন্তিকে বর্ত্তমানো মৃত্যু র্ন তুষ্টিং দদাতি আঘাতং বধস্থানং প্রতি ॥ ১৯ ॥

এবমস্মিন্ লোকে সুখং নাস্তীত্যুক্তং। লোকান্তরেহপি তথৈবেত্যাহ শ্রুতমিতি। শ্রুতং স্বর্গাদি তদপি দুঃখং স্পর্দ্ধা পরসুখাসহনং। অসূয়া পরগুণে দোষাবিষ্করণং। অত্যয়োনাশঃ। ব্যয়োহপক্ষয়ঃ। তৈ র্দুষ্টং। যদ্বা বায়ো

ক্রমসন্দর্ভঃ।

মূঢ়ানামপীত্যাদাবকস্মাত্তীর্থাদি সম্বন্ধ জাত পুণ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥১৭॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

ব্যক্তিদিগেরও কোন দুঃখ নাই, সুতরাং আমরা কর্ম্মকুশল-প্রযুক্ত সুখী বলা কেবল অহঙ্কার মাত্র ॥ ১৭ ॥

যদিও তাঁহারা সুখ দুঃখ প্রাপ্তি ও তাহাদিগের বিঘাত জানেন, তাহা হইলেও যাহাতে মৃত্যু তাঁহাদিগের প্রতি সহসা প্রভু হইতে না পারে, এমন কোন উপায় জানিতে পারেন না ॥ ১৮ ॥

হে উদ্ধব! তথাপি যাবজ্জীবন সুখ ভোগ করিবে ইহাও মনে করিও না, যে হেতু সাক্ষাৎ মৃত্যুসমীপে বর্ত্তমান থাকিলে কোন্ পদার্থ বা কোন্ কামনা পুরুষকে সুখী

অন্তরায়ৈরবহিতো যদি ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
তেনাপি নির্জ্জতং স্থানং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু॥ ২১॥
ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্॥ ২২॥

নাশঃ। অত্যয়োঽন্যস্যাতিশয়ঃ তং দৃষ্ট্বা তদ প্রাপ্ত্যা দুঃখমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বহবোঽন্তরায়া বৈগুণ্যাদি রূপা বিঘ্না যস্মিন্ কামে সুখে সকামো যস্মিন্ কামে সুখে সকামো যস্মিন্ তস্য ভাব স্তত্বং তস্মাৎ। কৃষির্যথা বহু বিঘ্না তদ্বৎ। বহু সুখত্বেন শ্রুতমপি নিষ্ফলং॥ ২০॥

বিঘ্ন বৈগুণ্যাদ্যভাবমঙ্গীকৃত্যাপি নাশ দুঃখং দুষ্পরিহরমিত্যাহ অন্তরায়ৈরিতি পঞ্চভিঃ। নির্জ্জিতং সাধিতং॥ ২১॥

যজ্ঞৈ দেবতা ইন্দ্রাদি রূপাঃইষ্ট্বা॥ ২২॥

করিতে পারে, বধ স্থানে নীয়মান বধ্য পুরুষের কিছুতেই সন্তোষ জন্মিতে পারে না॥ ১৯॥

অতএব ইহলোকেও সুখ নাই, পরলোকেও সেইরূপ সুখ নাই, যদি বল স্বর্গ সুখ অতি অপূর্ব্ব, কিন্তু তাহা নয়, তাহা স্পর্দ্ধা, অসূয়া, নাশ, ক্ষয় ইত্যাদি দ্বারা দূষিত এবং বহুবিঘ্ন প্রযুক্ত কাম সম্বন্ধ হেতু কৃষি কার্য্যের সুখের ন্যায় নিষ্ফলও হয়॥ ২০॥

যদি কোনরূপে বিঘ্ন বিরহিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেও তদ্দ্বারা নির্জিত স্থানে যে রূপে গমন করিতে হয়, তাহা শ্রবণ কর॥ ২১॥

যাজ্ঞিক ব্যক্তিরা ইহলোকে যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার যজন করিয়া স্বর্গলোকে গমন করেন এবং তথায় গিয়া নিজোপার্জিত দিব্য ভোগ্য বিষয় সকল দেবতাদিগের ন্যায় ভোগ করেন॥ ২২॥

স্বপুণ্যোপচিতে শুভ্রে বিমান উপগীয়তে।
গন্ধর্ব্বৈর্বিহরন্মধ্যে দেবীনাং হৃদ্যবেশধৃক্ ॥ ২৩ ॥
স্ত্রীভিঃ কামগ যানেন কিঙ্কিনীজাল মালিনা।
ক্রীড়ন্নবেদাত্মপাতং সুরাক্রীড়েষু নির্বৃতঃ ॥ ২৪ ॥
তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ ॥ ২৫ ॥
যদ্যাধর্ম্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণোভূতবিহিংসকঃ ॥ ২৬ ॥

স্বপুণ্যৈরুপচিতে সর্ব্বভোগ সম্পন্নে। দেবনাং মধ্যে বিহরন্ গন্ধর্ব্বৈ-রুপগীয়তে ॥ ২৩ ॥

ইচ্ছয়া কামেন গচ্ছতা বিমানেন কিঙ্কিনী জালমালিনা ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহ শোভিনা সহ স্ত্রীভিঃ সুরাক্রীড়েষু নন্দনাদিষু ক্রীড়ন্নাত্মপাতং নবেদ ॥ ২৪ ॥

কালেন চালিতঃ পাতিতঃ ॥ ২৫ ॥

প্রবৃত্তি দ্বিবিধা বিধ্যনুসারেণ কাম্যে কর্ম্মণি বা তল্লঙ্ঘনেন অধর্ম্মে বা। তত্র কাম্যে প্রবৃত্তে গতিরুক্তা। অধর্ম্ম প্রবৃত্তে গতিমাহ যদীতি। যদি

এবং হৃদয়ঙ্গম বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় পুণ্যোপচিত সর্ব্বভোগ সম্পন্ন শুভ্র বিমানে দেবীগণ মধ্যে বিহার করতঃ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন ॥ ২৩ ॥

আর ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সমূহে শোভমান কামগামী বিমান দ্বারা নন্দনাদি বনে নির্বৃত চিত্তে স্ত্রীগণের সহিত ক্রীড়া করতঃ আপনার পতনের বিষয় চিন্তাও করেন না ॥ ২৪ ॥

যত দিন পুণ্য ক্ষয় না হয়, তাবৎকাল এইরূপে স্বর্গ ভোগ করেন, পরে কাল ক্রমে ক্ষীণ পুণ্য হইলে ইচ্ছা না করিলেও অধঃপতিত হয়েন ॥ ২৫ ॥

পশূন বিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্।
নরকানবশোজন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥ ২৭॥

বেত্যন্বয়ঃ। অজিতেন্দ্রিয় ত্বাৎ কামাত্মা অতঃ কৃপণঃ অতোলুব্ধো ভোগ-তৃষ্ণাকুলঃ অতঃ স্ত্রৈণঃ স্ত্রী লম্পটঃ। তদর্থং ভূতবিহিংসকঃ॥ ২৬॥

কিঞ্চ দুষ্টজন প্রলোভিতো ধনাদ্যর্থং পশূনবিধিনা হত্বা তমঃ স্থাবরভাং যাতি॥ ২৭॥

সমালোচনা।

পশুনবিধিনালভ্য ইত্যাদি।

হে উদ্ধব! প্রবৃত্তিমার্গ দুই প্রকার, এক বিধি অনুসারে কাম্য কর্ম্ম করা, দ্বিতীয় তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া অধর্ম্ম-মার্গে প্রবৃত্ত হওয়া, তন্মধ্যে কাম্য কর্ম্ম প্রবৃত্তির গতি উল্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে অধর্ম্ম মার্গে প্রবৃত্তির গতি বলি শ্রবণ কর, যদি অসৎ সংসর্গ বশত অধর্ম্মে রত হইয়া অজিতেন্দ্রিয় হয়েন, বা কামাত্মা, কৃপণ, ভোগ তৃষ্ণাকুল, স্ত্রৈণ ও ভূত বিহিংসক হয়েন॥ ২৬॥

অবৈধ পশু হিংসা করিয়া জীবগণ ক্রমে ক্রমে কৃমিকীট স্থাবর পর্য্যন্ত দুঃখ অনুভব করে, হিংসা প্রথমতঃ দুই প্রকার। বৈধ এবং অবৈধ;—শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "মা হিংসা সর্ব্বভূতানি, অর্থাৎ সর্ব্বভূতেই অহিংসাচরণ করিতে হয়, এবং অগ্নিসমীয়পশুমালভেত, অর্থাৎ অগ্নি সমীয় পশুকে আলম্ভন করিবে। সামান্য শাস্ত্রং বিশেষে তরপরং, অর্থাৎ সামান্য শাস্ত্র বিশেষ শাস্ত্রের ইতরপর, অতএব হিংসা সামান্যত নিষেধ হইয়াছিল, বৈধ হিংসার

প্রতি ঐ সামান্য শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারে না, সমালোচনা করিলে বোধ হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ বৈধ হিংসা করিয়া বৈধ হিংসার অনুষ্ঠান হইতেছে উহা বৈধ হিংসা নয়, বর্ত্তমান সময় শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভগবতী, দুর্গা, লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজায় পশুচ্ছেদন না হইলেও একরূপ চলিতে পারে, কিন্তু ভগবতী, শ্যামা পূজা পশুচ্ছেদন বিনা কোন রূপেই সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু পাদ্য অর্ঘ, আচমনীয়, গন্ধ, পুস্প, নৈবেদ্য, বসন, অলঙ্কার প্রভৃতি যে সকল উপ-চার কল্পিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে পশুচ্ছেদনের কোন উল্লেখ নাই। তবে যে পশুচ্ছেদন হইতেছে উহা এক প্রকার মারত্মক স্বভাবের অনুষ্ঠান মাত্র। শ্রুতি যদিও বলিয়া থাকেন যে, পশুনা জযেত, এ অর্থে অর্থাৎ পশু দ্বারায় যজ্ঞ করিতে হইবে, এস্থলে পশুচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে এ অর্থের প্রতি কোন গ্রাহক দেখা যাইতেছে না। দেব, দেয়ঞ্চ, যদ্রব্যং, দেবদেয়ঞ্চ, যদ্ধনং, তৎসর্ব্বং, ব্রাহ্মণে দদ্যাৎ অন্যথা বিফলং ভবেৎ; অর্থাৎ দেব দেয় দ্রব্য, দেব দেয় ধন, এই সকল ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিবে, ইহার অন্যথা করিলে পূজা বিফল হইবে। নিত্যতৃপ্ত নিত্য চৈতন্যরূপা নিত্যানন্দময়ী শ্যামা সততই পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছেন, তবে কিনা ভক্তদত্ত বস্তুমাত্রেই ভগবতী গ্রহণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ ভগবতীকে উদ্দেশ্য করিয়া বসন, আবরণ, কুমারী, ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিলে নিত্যানন্দময়ী সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ঐরূপ ভগবদুদ্দেশে মেষ, মহিষ প্রভৃতি পশু সকল নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণ, কুমারীকে সমর্পণ করিলে, উহারা ঐ পশু প্রতিপালন করিয়া অন্যান্য পশ্ব্যাদি পালন সুখের ন্যায় সুখানু-

ভব করিলে সর্ব্বভূত নিবাসিনী ভগবতীও তাহাদের সন্তুষ্টী তেই সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। কুমারী ও ব্রাহ্মণগণ যেরূপে ভগবদর্পিত বস্ত্র নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলে, যদি ভগবতী সন্তুষ্টা হয়েন, তবে ভগবদ্ অর্পিত পশু উহা-দিগকে সমর্পণ করিলে তাঁহার সন্তুষ্ট না হইবার কারণ কি, পিতৃলোকের প্রেতত্ব পরিহারের কারণ শিব দৈবত বৃষোৎসর্গ করিয়া বৃষকে পরিত্যাগ করিলে যদি সদাশিব সন্তুষ্ট হইয়া জীবগণের নরকাগত পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, তবে আজ ভগবতীর উদ্দেশে ছাগ মহিষাদি উৎস্বর্গ করিয়া কুমারী ব্রাহ্মণদিগকে সমর্পণ করিলে ভগবতী কেনই বা সন্তুষ্ট হইবেন না? সঙ্গত দানের নামই পূজা। অসঙ্গত দানের পূজা কদাচই জগদম্বার তৃপ্তি প্রতি কারণ হইবে না। যে বিরাচারীগণ পশু সংহার করিয়া জগদম্বিকার পূজা করিতেছেন, তাহাদের মতে "জগদম্বা" জগদম্বা হইতে পারেন না। জননী কদাচ সন্তানের দুঃখ দেখিতে ভাল-বাসেন না। জননী সন্তানের সুখ দেখিতেই ভালবাসেন। যে লোভ-পরতন্ত্রেরা আপনাকে বীর বলিয়া পরিচয় দিতে-ছেন, তাহারা কদাচ বীর নয়, তাহারা কেবল কামাদি-রিপুতন্ত্রপর বলিয়া বোধ হইতেছে। ইন্দ্রিয়ানাং জয়ী বীরো ন বীরো মদ্যমাংশত, অর্থাৎ যিনি কামাদি রিপুকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই বাস্তবিক বীর-পদবাচ্য। যাহারা কামাদি পরতন্ত্র হইয়া মদীরা পান পূর্ব্বক পশু-ছেদন করিয়া ভগবতীর পূজা করিতেছেন তাঁহারা অবশ্যই কাপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। উঁহাদের ইহা সর্ব্বতোভাবে বোঝা উচিত যে, আজ ভগবতীর সম্মুখে তাঁহার

সন্তানকে বলপূর্ব্বক যুপমধ্যে গলদেশ আবদ্ধ করিয়া অর্গলা বন্ধন পূর্ব্বক উহাদের চরণ চতুষ্টয় সঙ্কোচ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকেন, তখন পশু নয়ন রসনা নির্গত হইয়া আর্ত্তরূপে "মা মা" বলিয়া ভগবতীকে ডাকিতে থাকে, জগদ্‌মাতা তাহাদের আর্ত্তরব শুনিয়া ছিন্ন কলেবর দেখিয়া কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না? কিম্বা ঐ নিরীহ পশুগণ জীবিত থাকিয়া বিশ্বের উপকার সাধন পূর্ব্বক আত্মশোভা বিস্তার করিয়া সস্নিগ্ধ প্রেম নয়নে বিশ্বে ভ্রমণ করিলে জগদম্বা সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। অবশ্যই ইহা বুঝিতে হইবে যে, উহারা জীবিত থাকিয়া ভগবতীর উদ্দেশে প্রোক্ষিত পূর্ব্বক বিশ্বে বিচরণ করিলেই তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। যদিও ঐ নিশাচর স্বভাবগণ বলেন যে পশুর বিনাশই ভগবতীর তৃপ্তির কারণ ইহা বিনা তদুদ্দেশে পশু প্রক্ষোণ করিয়া পরিত্যাগ করিলে কদাচই ভগবতী সন্তুষ্টা হইবেন না। পশুগণ ভগবতীর সন্তান হইলেও উহাদের ছেদন করিলে আপাততঃ দুঃখ দেখিয়া ভগবতী অসন্তুষ্টা না হইয়া বরং, উহারা পশুযোনী হইতে মুক্ত হইয়া আমার সম্যক্ ভজনে অধিকারী হইল, ইহা ভাবিয়া জগদম্বা সন্তুষ্টাই হইয়া থাকেন, মাতা যেরূপ দুষ্ট ব্রণ গ্রস্থ সন্তানের ব্রণ উৎকর্ত্তন করিতে দেখিলে সন্তান আরোগ্য হইল ইহা মনে করিয়া ব্রণগ্রস্থ বালকের আর্ত্তরবে কদাচ ব্যথিতা হয়েন না, বরং সন্তুষ্টাই হইয়া থাকেন, বীরেরা বলিয়া থাকেন পশুছেদন সম্বন্ধে ভগবতীর ঐ রূপ তৃপ্তি জানিতে হইবে, এখন এস্থলে ঐ মারকদিগকে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, দেবতাদিগের সম্মুখে যদি কোন জীবকেই ছেদন করিলে জীব নিস্তারের

উপায় হইয়া থাকে, তবে ঐ বীরদিগের বৃদ্ধ পিতামহকে কাশী কামেক্ষায় না পাঠাইয়া দেবীর সম্মুখেই তো ছেদন করিলেই উহাঁরা অনাসেই নিস্তার হইতে পারেন, তাহারাত যখন তাহাদিগের মমতার পাত্রকে দেবীর সম্মুখে ছেদন না করিয়া কেবল ছাগ মেষাদিকেই ছেদন করিতেছে এ স্থলে উহাদিগকে নির্দ্দয় নিশাচর বলিয়া নির্ব্বাচন করিলে কোন অপরাধ দেখা যায় না, পশুর ছেদন তাঁহা-দিগের যদি অত্যন্তই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে তবে ঐ মারত্মকেরা তো ইহা মনে করিলেই পারে, যে রাজা দুঃবৃত্ত দস্যু স্বভাব ব্যক্তিদিগকে শূলা রোপণ করাইয়া অথবা শিরশ্ছেদন করিয়া সংহার করিতেছেন, উহাই তো একরূপ ভগবতীর অভিলষিত বলিদান, এবং ব্যাধেরা যে মারত্মক জলচর কুম্ভীর প্রভৃতি দিগকে এবং বনচর ব্যাঘ্র প্রভৃতি দিগকে, গগন চর বিহঙ্গদিগকে সংহার করিতেছে, উহাই তো ভগবতীর একরূপ অভিলষিত বলিদান, তবে এক নিরিহ অজ মেষাদি ছেদন করিয়া উহারা যে ত্রিভুবনে-শ্বরী ভগবতীর নিকট অপরাধি হইতেছে, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই, ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন (মন তোমার ভ্রম গেল না শ্যামাপূজা কি জান্‌লেনা, ত্রিভুবন যে মায়ের ছেলে মাতো কাকে পর ভাবে না, তুমি তুষ্ট কর্‌বে কি তায় দিয়ে বলি ছাগল ছানা)—

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃত কারিতানু মোদিতা লোভ মোহ ক্রোধ পূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যা ধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতি পক্ষ ভাবনং ॥ ৩৪ ॥

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগস্যাৎ ॥৩৫ ॥

সর্ব্বদার্শনিকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মহাযোগী ভক্তি-পরায়ণ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যে অহিংসা সর্ব্বত ভাবে প্রতিষ্ঠিতা, হইলে তাঁহার সন্নিধানে মহামারাত্মকেরাও তাঁহার নিকট বৈরতা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাই বলে ঋষির আশ্রম প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ অর্থাৎ ঋষিরা সর্ব্বতভাবে বৈরত্যাগ করিয়াছেন, এই হেতু তাহাদের প্রতি মহামারাত্মক জন্তুরাও হিংসা করিয়া থাকে না, সর্ব্বভূতে অহিংসক মুনিগণ যৎকালে নারায়ণ চরণে চিত্ত সমার্পণ করিয়া তরু-কোঠরে অথবা গিরি গুহা মধ্যে পদ্মাসনে উপবেসন পূর্ব্বক নারায়ণ রূপ চিন্তা করিতে থাকেন, তৎকালে তন্নিকটে মারাত্মক বিহঙ্গমগণ আসিয়া তাঁহাদিগের প্রেম ধারা পান করিয়া একাত্ম ভাবের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন এবং মারাত্মক মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ নিকটস্থ পূর্ব্বক ঐ সাধুকে বিশানে গাত্র কোণ্ডুয়ন পূর্ব্বক একাত্মভাবের পরিচয় দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু হিংস্র স্বভাব নিশাচরাচার্য্যগণের নিকট মারাত্মক পশু পক্ষির কথা দূরে থাকুক, নিরীহ গ্রাম্য পশুগণও প্রাণ ভয়ে আগমন করে না, উহারা তপ্ করিব মনে করিয়া গিরি কাননে উপবেসন করিবা মাত্রই সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি আসিয়াই উহাদিগকে সংহার করিয়া থাকে, যে হেতু উহাদের চিত্ত বৃত্তি হিংসাময় পদার্থে গঠিত হইয়াছে এস্থলে ইহাই সৎযুক্তি সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে যে, দেবতার উদ্দেশে পশুদান করিলে ঐ পশুকে শূল চক্রাদি অঙ্কনে অঙ্কিত করিয়া পরিত্যাগ করিবে পশু-দিগকে কদাচই বিনাশ করিলে ভগবত্ প্রীতি হইবে না, ইহা কপিল রূপি নারায়ণের সাংখ্যতত্ত্বে সম্যক্ অভিপ্রায়,

এবং ভক্ত-চূড়ামণি পতঞ্জলি ঋষিও পাতঞ্জল যোগতন্ত্রে এইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন, এবং বীরাভিমানী সাধকেরা যে ভগবতীর ভক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, সে জগদম্বিকাও ঐরূপ বীরাচারে অসন্তুষ্টা হইয়া থাকেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কোন সময়ে পশুপতি পতিতপাবনী ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ত্রিনয়নে! তুমি বিশ্ব-প্রসবিনী হইয়া কিরূপে বিশ্বসন্তানদিগকে সংহার করিয়া বলি-গ্রহণ করিতেছ? করুণাময়ী দুর্গা প্রমথনাথ শিববাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে প্রাণনাথের প্রতি বলিতে আরম্ভ করিলেন যথা প্রাচীন শিব-রহস্যে;—ভগবতী বলিলেন, "আশুতোষ! তুমি যে উন্মত্ত-ভৈরবরূপে বীরশাস্ত্র রচনা করিয়াছ, তাহার বশীভূত হইয়া যে সকল জীব আমার উদ্দেশে পশুহিংসা করিবে এবং করিতেছে, তুমি নিশ্চয়ই জানিও যে ঐ পাপিষ্ঠ দিগকে অন্ধতামিশ্র প্রভৃতি অঘোর নরক সমুদ্রে কোটি কোটি কল্প পর্য্যন্ত বাস করিতে হইবে ইহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হে দিগম্বর! ঐ হিংস্রকেরা আমার উদ্দেশে যে সকল দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া থাকে, সে সকল দ্রব্যমাত্রকেই আমি অপবিত্র বলিয়া একবারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, এবং যাহারা ঐ সকল মেষ মহিষদিগকে আমার উদ্দেশে সংহার করে, উহারা ঐ সকল পশুজাতিতে অনন্তকোটি কাল জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করে এবং যে পাপিষ্ঠ পশু বিক্রয় করে বা ক্রয় করে অথবা যাহারা ঐ পশুকে আমার উদ্দেশে উৎসর্গ করে এবং যে পামর পশুর কর চরণ আকর্ষণ করিয়া যুপে গলদেশ নিবেশ করাইয়া অর্গলে আবদ্ধ করে. যে দুষ্ট নির্দ্দয় হইয়া ঐ পশুকে

ছেদন করে এবং যে ছিন্ন পশুর মাংস সংস্করণ করিয়া দেয় এবং যে পাপীয়সীগণ ঐ মাংস ব্যঞ্জনরূপে পাক করিয়া দেয়, যে নরাধম ঐ তামস পূজার কর্ত্তা হয় ঐ সকল পাপিষ্ঠকেই পশুর লোম সংখ্যক কোটি যুগ কাল পর্য্যন্ত পূয়দ কুম্ভী-পাকাদি নরকে কালযাপন করিতে হয়। সদানন্দ! আমার উদ্দেশে পশুছেদন করিয়া যে কেবল নরকে বাস করে, ইহা নহে, পিতৃ দেবতা উদ্দেশে পশুহিংসা করিয়াও নরকদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ঐ পশুর রুধিরে যে পরিমাণ ধূলি একত্র করে, ঐ অপরিমিত কাল উহাদিগকে অশিপত্র নরকে বাস করিতে হয়। তবে আর কেন তামস কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, উহার নিবৃত্ত হওয়াই ভাল।

বাচষ্পতি-মিশ্র তত্ত্ব-কৌমুদী নামক সাঙ্খ্যগ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা,—"ন চ মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রং বিশেষশাস্ত্রেণ অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যনেন বাধ্যতে ইতি যুক্তং বিরোধাভাবাৎ বিরোধেহি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে নচেহাস্তি কশ্চিদ্বিরোধঃ ভিন্ন বিষয়ত্বাৎ তথাহি মাহিংস্যাদিতি। নিষেধেন হিংসায়া অনর্থহেতুভাবোজ্ঞাপ্যতে ন তু অক্রত্বর্থত্বমপি অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত ইত্যনেন তু পশুহিংসায়া ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে নত্বনর্থহেতুত্বাভাব স্তথাসতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ।' ন চানর্থহেতুত্বক্রতূপকারত্বয়োঃ কশ্চিদস্তিবিরোধঃ। হিংসাহি পুরুষস্য দোষমাবক্ষ্যতি ক্রতোশ্চোপকরিষ্যতি॥"

বেদে অগ্নিষোমীয় পশুর আলম্ভন এবং বীরশাস্ত্রে পশুচ্ছেদন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান বৈষ্ণবাজি ধর্ম্মে এইরূপ পশুচ্ছেদন কোনরূপেই স্বীকৃত নহে। তাঁহারা

অনায়াসে জীবিত শাল, জীবিত শকুল, মদ্গুর, কবজী, জলচরদিগকে অনায়াসে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংহার পূর্ব্বক বষ্টমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছেন। শাক্ত শৈবদিগের ত কথাই নাই, তাহারা না করিতে পারে এমন হিংসাই লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু পূর্ব্ব মিমাংসকদিগের মতে বরং পশুচ্ছেদনকে একরূপ বৈধহিংসা বলিলে বলা যাইতে পারে। বাজিবষ্টমদের শাল শকুলাদি সংহারকে কদাচই বৈধহিংসা বলিবার উপায় নাই। সর্ব্বতোভাবে অহিংসা করিয়া জীব কদাচই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, যে রূপেই হউক দৈনন্দিন স্থাবর জঙ্গম পদার্থকে হিংসা করিয়া দিনযাপন করিতে হয়। পানীয় জলের মধ্যে দূরবীক্ষণের দ্বারা এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট লক্ষিত হইয়া থাকে যে, বস্ত্রপুত্ সলিল হইলেও তাহা পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। পথ মধ্যে গমন করিতে করিতে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বিনষ্ট হইয়া থাকে যে, তাহার বিনাশ না কবিয়া কোন রূপেই গমনাগমন করা যায় না। চুল্লিকা, জলকুম্ভ, পেশনশীলা, গৃহ-মার্জনী প্রভৃতি গৃহ উপকরণ দ্বারায় পিপিলীকাদি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর হিংসা হইয়া থাকে, ঐরূপ হিংসা না করিয়া কদাচই জীব সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, এবং পত্র, পুষ্প, ফল, মূল, দারু, নির্য্যাস প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া প্রতিদিন যে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহাতেও স্থাবরগত চৈতন্যের হিংসা বিনা কোন রূপেই সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যে কোন রূপেই হউক না কেন সর্ব্বভূতে কদাচ অহিংসাবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না, তবেই বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকার হিংসা স্বীকার করিতে হইবে।

দস্যু এবং চৌর প্রভৃতিরা যে হিংসা করিতেছে, তাহার নাম অবৈধ হিংসা। এবং ঐ সকল মারাত্মকদিগকে বিনাশ করিয়া যে ধর্ম্ম রক্ষা করা হইতেছে উহার নাম বৈধহিংসা। দুর্ব্বৃত্ত পশু এবং দ্বিপাদ পশুরা যে যথেষ্ট আচার করিয়া হিংসাবৃত্তি করিতেছে উহা যে অবৈধহিংসা তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক যে ক্রতু অর্থে যে পশ্বাদির ছেদন হইতেছে বর্ত্তমান সময়ে তাহার অনুষ্ঠান হইতে পারে কি না। বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় এ বিষয় সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন, যেমন হরীতকী ভোজন করিলে উদরাগ্নির উদ্দীপন এবং কামাগ্নির নির্ব্বাপন উভয়ই হইয়া থাকে ঐরূপ ক্রতু অর্থে হিংসায় শুভাশুভ ফল উভয়ই ফলিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বভূতে অহিংসক হইব এইরূপ মানস করিয়া ভগবৎ ভজন করিতে করিতে অপরিহার্য্য যে সকল হিংসা হইয়া থাকে, সে কারণ ইচ্ছাকৃত জলচর স্থলচরদিগের সংহার করিয়া যেরূপ অঘোর নরক সমুদ্রে পতিত হইতে হয়, অপরিহার্য্য হিংসায় সেরূপ নরক হইবার সম্ভাবনা নাই। যজ্ঞার্থ হিংসা করিয়া শুভফল লাভ অপেক্ষায় অশুভ ফললাভ হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।— মহাদেব এবং মনু যজ্ঞিয় পশুর যেরূপ সংহার উল্লেখ করিয়াছেন, ঐরূপ সম্যক্ অনুষ্ঠান করা অতীব দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ দেবতার অর্চ্চনা করিতে হইলে কর্ত্তাকে সর্ব্বতোভাবেই কাম লোভাদি পরিত্যাগ করিয়া অর্চ্চনা করিতে হয়, ইদানীং কর্ত্তা দুর্গোৎসবে বহুবিধ পশু সঞ্চয় করিয়া বোধনের পূর্ব্বদিন হইতেই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, অত্যন্ত অল্পবয়স্ক সুস্নিগ্ধ ছাগগুলিকে মহাষ্টমীর দিনে কাটিতে হইবে, যেহেতু

ঐ দিন জামাই, শ্যালা, মামা প্রভৃতি অনেক ভালবাসার পাত্র উপস্থিত থাকিবেন, এবং যে সকল ছাগল অধিক বয়স্ক এবং শুষ্ক-কলেবর ঐগুলিকে মহানবমীর দিন কাটিয়া চণ্ডাল প্রভৃতি সাধারণ জাতিদিগকে খাওয়াইতে হইবে। আর মাঝামাঝি গোছের গুলিকে সপ্তমীর দিন কাটিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগুলিকে খাওয়াইতে হইবে।

এদিকে ভগবতী পূজার পূর্ব্বেই সুগন্ধ দ্রব্য নিষ্পেষিত হইতে লাগিল। উননে গরম জল ফুটিতে থাকিল, কর্ত্তা পুরোহিতের প্রতি দন্ত কটমট করিয়া বলিতে লাগিলেন। কি মহাশয়, একজায় অগজগ বক্‌ছেন আগে কচি ছাগল গুলিকে উৎসর্গ করিয়া দিন না, জামাই বাবু, শ্যালা বাবু বেলা হলে আর খেতে পাবেন না। পুরোহিত ভয়ে ভয়ে ছাগলের ঘাড়ে জল ছিটাইয়া বলিলেন, যে আজ্ঞা মহাশয় কামার ডাকিলেই হয়, অমনি কামার প্রস্তুত, উহার ভাগে মুড়িটী নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে এই ভাবিয়া এমনি আঘাত করিল যে ছাগলের সম্মুখের দুই চরণের সহিত মুণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল। এইতো পূজার ভক্তি শ্রদ্ধা, ভোগের আগেই প্রসাদ, এস্থলে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরই হউন, অথবা ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরীই হউন, এ ভক্তের পূজা না গ্রহণ করিয়া তাহারা স্থির হইতে পারেন না। কাদা মাখাই সার, স্বীকার করিলাম তামস বিধানে পশুচ্ছেদন করিতে হইবে, কই তাহারইবা সম্যক্ অনুষ্ঠান কৈ? যথা শিবশাস্ত্রে,—

যুবকং ব্যাধিহীনঞ্চ সশৃঙ্গং লক্ষণান্বিতং।
বিশুদ্ধমবিকারাঙ্গং সুবর্ণং পুষ্টমেব চ॥
শিশুনা বলিনা দাতুর্হন্তি পুত্ত্রঞ্চ চণ্ডিকা।

বৃদ্ধেনৈব গুরুজনং কৃশেন বান্ধবস্তথা॥
কুলঞ্চৈবাধিকাঙ্গেন হীনাঙ্গেন প্রজাস্তথা।
কামিনীং শৃঙ্গ ভঙ্গেন কাণেন ভ্রাতরস্তথা॥
ঘণ্টিকেন ভবেন্মৃত্যু র্বিঘ্নঞ্চ চিত্রমস্তকে।
মৃতং মিত্রং তাম্রপৃষ্ঠে ভ্রষ্টশ্রীঃ পুচ্ছহীনকে॥

এইরূপ লক্ষণযুক্ত পশু ছেদন করিলে করিতে পারে, এখন ধর্ম্মধ্বজী বাবু বলিদান আরম্ভ করিলেন,—এদিকে সদ্যজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, একাণ্ড, রুগ্ন, বৃদ্ধ, ঘণ্টিক, নানাবর্ণ, কৃত-ক্লীব ক্লীব প্রভৃতি পশুদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সমাজ ভগবতীকে সন্তুষ্ট করিলেন, অতএব ইহাদিগকে তামসিক-শ্রেণীতেও পরিগণিত করা হইবে না।

একটী রসের শ্লোক মনে পড়িল যথা,—(লোচনে হরিণ-গর্ব মোচনে মাবিভুষয় কৃশাঙ্গি কজ্জলৈঃ যদিজীবহারকো হি স্বায়কঃ কিংতদা গরলেনলিপ্যসে) অর্থাৎ নায়ক নায়িকাকে সুসজ্জিতা হইতে দেখিয়া বলিলেন, হে মৃগনয়নে! তোমার লোচন আর কজ্জলে চিত্র করিও না। যে অস্ত্র ত্যাগ করিলে অনায়াসেই জীবহিংসা করা যায়, সে অস্ত্রে আর গরল মাখাইবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ আর্য্যজাতীকেও বুঝিতে হইবে যে সংসার-যজ্ঞকুণ্ডে প্রবৃত্তি অগ্নি সততই দহদহ রবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, উহাতে আর তামস সমীরণ সংযোগ করিয়া উদ্দীপিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যত শীঘ্র হয় শান্তি-সলিল সংযোগে নির্ব্বাপিত করাই উচিত, বিশেষ সর্ব্বভূতে চৈতন্য আত্মা অবস্থান করিতেছেন, এ মতে কোন জনই প্রতিবাদী নহেন। এ কারণ আর্য্যগণ বলিয়া

থাকেন, গো-দেহ ব্রহ্মণ্যদেবের দেহ, এই কারণ গোহিংসা করিলে আমরা একবারেই সনাতন ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাই। আমরা মৃগাদি-হিংসা করিয়া কি চৈতন্যরূপী ব্রহ্মণ্য দেবের হিংসা করিতেছি না?

বলিদান নিষেধঃ।—প্রাচীন শিব-রহস্যে।

জীবানুকম্পাং বিজ্ঞাতুং ততো দুর্গাং সদাশিবঃ। স প্রচ্ছ পরমপ্রীত্যা গূঢ়মেতদ্বচো মুদা॥ সর্ব্বে বিষ্ণুময়া জীবাস্ত-স্তক্তাশ্চ কথং শিবে। শ্রুতং ময়া তবোদ্দেশে কুর্য্যুঃ কামনয়া বধং॥ মহান্ সন্দেহ ইতি মে ব্রূহি ভদ্রে সুনিশ্চিতং॥ শঙ্করী তদ্বচঃ শ্রুত্বা শিববক্ত্রবিনির্গতং। ভীতাত্যন্তং হি ব্রহ্মর্ষে প্রত্যুবাচ সদাশিবং॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।—যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসন-তৎপরাঃ। তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ॥ মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনং। আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ॥ মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ। ক্বাপি তন্নিষ্কৃতির্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ॥ দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনং। কল্পকোটি শতং শম্ভো রৌরবে স বসেৎ ধ্রুবং॥ যো মোহান্মানসৈ-র্দেহিহত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব। একবিংশতিকৃত্বশ্চ তত্ত-দ্যোনিষু জায়তে॥ যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্বা কুর্য্যাৎ শোণিত কর্দ্দমং। স পচেন্নরকে তাবদ্যাবল্লোমানি তস্য বৈ॥ হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈব চ। তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ॥ মন্মোদ্দেশে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎ-সৃজেৎ। যো মূঢ়ঃ স তু পূয়োদে বসেদবধি ন সংশয়ঃ॥

দেবতান্তরমন্নামব্যাজেন স্বেচ্ছয়া তথা। হত্বা জীবাংশ্চ যো ভক্ষেৎ নিত্যং নরকমাপ্নুয়াৎ॥ যূপে বদ্ধা পশূন্ হত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্তকর্দ্দমং। তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকঃ কেন গম্যতে॥ উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী। উৎসর্গ কর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকো ভবেৎ॥ মধ্যস্থস্য বধায়াপি প্রাণিনাং ক্রয় বিক্রয়ে। তথা দ্রষ্টুশ্চ সূনায়াং কুম্ভীপাকো ভবেদ্ ধ্রুবং॥ স্বয়ং কামাশয়ো ভূত্বা যোঽজ্ঞানেন বিমোহিতঃ হন্ত্যন্যান্ বিবিধান্ জীবান্ কুর্য্যাশ্মন্নাম শঙ্কর॥ তদ্রাজ্যবংশ সম্পর্ত্তিজ্ঞাতিদারাদিসম্পদাং। অচিরাদ্বৈ ভবেন্নাশো মৃতঃ স নরকং ব্রজেৎ॥ দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্যকর্ম্মণি। তস্যৈব নরকে বাসো যঃ কুর্য্যাজ্জীবঘাতনং॥ তথা। মদ্ব্যাজেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষেৎ সহ বন্ধুভিঃ। তদ্গাত্রলোম-সংখ্যাব্দৈরসিপত্রবনে বসেৎ॥ আবয়োরন্যদেবানাং নাম্না চ পরকর্ম্মণি। যঃ সংপোষ্য পশূন্ হন্যাৎ সোঽন্ধতামিস্র মাপ্নুয়াৎ॥ পশূন্ হত্বা তথা ত্বাং মাং যোঽর্চ্চয়েন্মাং সশোণিতৈঃ। তাবত্তন্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ নির্ব্বহ্নিভস্মতুল্যং তৎ বহুদ্রব্যেণ যৎ কৃতং। যস্মিন্ যজ্ঞে প্রভো শম্ভো জীবহত্যা ভবেদ্ধ্রুবং॥ যজ্ঞমারভ্য চেৎ শক্রঃ কুর্য্যাদ্বৈ পশুঘাতনং। স তদাধোগতিং গচ্ছেদিতরেষাঞ্চ কা কথা॥ আবয়োঃ পূজনং মোহাদ্‌য কুর্য্যুর্মাংসশোণিতৈঃ। পতন্তি কুম্ভীপাকে তে ভবন্তি পশবঃ পুনঃ॥ ফলকামাস্তু বেদোক্তৈঃ পশোরালম্ভনং মখে। পুনস্তত্তৎ ফলং ভুক্ত্বা যে কুর্ব্বন্তি পতন্ত্যধঃ॥ স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যঃ করোতি নিগমাজ্ঞয়া। তদ্ভোগান্তে পতেদ্ভূয়ঃ স জন্মানি ভবার্ণবে॥ যে হতাঃ পশবো লোকৈরিহ স্বার্থেষু কোবিদৈঃ। তে পরত্র

স্তু তান্ হন্যুস্তথা খড়্গেন শঙ্কর॥ আত্মপুত্ত্রকলত্ত্রাদিসুসম্পত্তিকুলেচ্ছয়া। যো দুরাত্মা পশূন্ হন্যাৎ আত্মাদীন্ ঘাতয়েৎ স তু॥ জানন্তি নো বেদ পুরাণতত্ত্বং যে কর্ম্মঠাঃ পণ্ডিত মানযুক্তাঃ। লোকাধমাস্তে নরকে পতন্তি কুর্ব্বন্তি মূর্খাঃ পশুঘাতনঞ্চেৎ॥ যেহজ্ঞানিনো মন্দধিয়োহকৃতার্থা ভবে পশুং ঘ্নন্তি ন ধর্ম্মশাস্ত্রং। জানন্তি নাকং নরকং ন মুক্তিং গচ্ছন্তি ঘোরং নরকং নরাস্তে॥ শুদ্ধা অকার্য্যান বিদন্তি শাক্তা ন ধর্ম্মমার্গং পরমার্থতত্ত্বং। পাপং ন পুণ্যং পশুঘাতকা যে পূযোদ বাসো ভবতীহ তেষাং॥ জীবানুকম্পাং ন বিদন্তি মূঢ়া ভ্রান্তাশ্চ যেহসৎপথিনো ন ধর্ম্মং। স্মার্ত্তা ভবে প্রাণি বধং ন কুর্য্যুস্তে যান্তি মর্ত্ত্যাঃ খলু রৌরবাখ্যং। ততস্তু খলু জন্তূনাং ঘাতনং নো করিষ্যতি। শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মবান্ জ্ঞানী প্রাণান্তে নৈব মানবঃ॥ যদীচ্ছেদাত্মনঃ ক্ষেমং ত্যক্ত্বা জ্ঞানং তদা নরঃ। জীবান্ কানপি নো হন্যাৎ সঙ্কটাপন্ন এব চেৎ॥ সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছুকঃ পুমান্। কদাচিৎ প্রাণিনো হত্যাং ন কুর্য্যাত্তত্ত্ববিৎ সুধীঃ॥ মানবো যঃ পরত্রেহ তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদাশিব। সর্ব্ববিষ্ণুময়ত্বেন ন কুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধং॥ বধাদ্রক্ষতি যো মর্ত্ত্যো জীবান্ তত্ত্বজ্ঞধর্ম্মবিৎ। কিং পুণ্যং তস্য বক্ষ্যেহহং ব্রহ্মাণ্ডং স তু রক্ষতি॥ যো রক্ষেৎ ঘাতনাৎ শম্ভো জীবমাত্রং দয়াপরঃ। কৃষ্ণপ্রিয়তমো নিত্যং সর্ব্বরক্ষাং করোতি সঃ॥ একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং তেন রক্ষিতং। বধাৎ শঙ্কর বৈ যেন তস্মাদ্রক্ষেন্ন ঘাতয়েৎ॥ *॥ তথা। পশুহিংসাবিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা। উক্তো রজস্তমোভ্যাং স কেবলং তমসাপি বা॥ নরকস্বর্গ-

সেবার্থং সংসারায় প্রবর্ত্তিতঃ। যতস্তৎ কর্ম্মভোগেন গমনাগমনং ভবেৎ॥ সত্যেন সাত্বতগ্রন্থে স বিধির্নৈব শঙ্কর। প্রবৃত্তিতো নিবৃত্তিস্তু যত্রাপি সাত্বিকী ক্রিয়া॥ এবং নানাবিধং কর্ম্ম পশোরালভনাদিকং। কামাশয়ঃ ফলাকাঙ্ক্ষী কৃত্বা জ্ঞানেন মানবঃ॥ পশ্চাজ জ্ঞানাসিনাচ্ছিত্বা ভ্রান্ত্যাশা তামসীং সদা। যমভীতিহরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দ মাশ্রয়েৎ॥ বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র! দুর্গা প্রীতি র্ভবেন্নৃণাং। হিংসা জন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ উৎসর্গ কর্ত্তাদাতাচ ছেত্তা পোষ্টাচ রক্ষকঃ। অগ্রপশ্চাৎ নিরোদ্ধাচ সপ্তৈতে বধ ভাগিনঃ॥ যোয়ং হন্তি সতং হন্তি চেতি বেদোক্ত মেবচ। কুর্বন্তি বৈষ্ণবীং পূজাং, বৈষ্ণব স্তেন হেতুনা। এইরূপ প্রমাণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণেও উল্লিখিত রহিয়াছে।

এ সম্বন্ধে ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এইরূপই বলিয়াছেন। যথা (মাংসঃ) যং অহং অশ্নামি স মাং (মৎস্য) যং অহং অশ্নামি স মমঘাতকঃ অর্থাৎ আমি যাহাকে ভক্ষণ করিতেছি, আমাকেও সে ভক্ষণ করিবে, এবং ন মৎস্য ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা স্বভাব সিদ্ধ গৌণিক জীবের স্ত্রী মদ্য মাংসে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার নিবৃত্তি অত্যন্ত ফলসাধক বলিয়া জানিতে হইবে। তবে আর কাজ কি, প্রবৃত্তি পরায়ণ বিশ্বের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া, এখন নিবৃত্তি পরায়ণ হইয়া নারায়ণ চরণ চিন্তা করিলে ভাল হয় না? শীহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন, গ্রামের এক দেশের চুরি হইলে, গ্রামবাসী মাত্রেই নিজ নিজ গৃহ ব্যগ্রতার সহিত রক্ষা করিয়া থাকে। উহা কিছু মন্দ নহে, কিন্তু কৃতান্তরূপ দস্যু প্রতিদিন যে জনগনের দেহ

গেহ হইতে জীবনরূপ অমূল্যরত্ন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন, উহা দেখিয়া কি শঙ্কিত হওয়া উচিত নহে?
আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্ অস্তঞ্চযন্নসৌ। তস্যর্ত্তে যৎক্ষণোনীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥

অসৌসূর্য্যঃ বৈ নিশ্চিতং পুংসাং আয়ুর্হরতি। কিং কুর্ব্বন্ উদ্যন্ উদয়ং যন্ অস্তঞ্চযন্ তস্য আয়ুঃঋতে, যৎ যেন উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া ক্ষণোনীতঃ বৈ শব্দেন প্রমাণ্যাপেক্ষা ভাবঃ নিশ্চিতত্বাৎ পুং শব্দেন অধিকার্য্যাদ্যপেক্ষা নাস্তি। সাধারণ এব অধিকারীঃ। পুনরপি পুংশব্দেন কুলগৌরবাদি মত্তানাং অহঙ্কারীণাং, নতু গো, গর্দ্দভতুল্যানাং কাপুরুষানাং, তেষান্তু নিয়তি কৃত নিয়মাৎ এব কালোগচ্ছতি। তেষাং তু পুণ্য পাপাভাবাৎ বৃক্ষস্য ছায়াদানং স্বপতনেন প্রাণিবিনাশঃ। ব্যাঘ্রস্য গোহিংসা গোরক্ষাদিষু পাপং পুণ্যঞ্চ নাস্তি। হরতিপদেন, রাজবৎ হরণং বলাদাচ্ছিনত্তি অযোগ্যে ভর্পিতত্বাৎ। অনন্তং বেদপারগে ইত্যাদিবৎ ন হরণং কিন্তুৎ যথা সাধুসু অর্পিতং ধনং কালেন বর্দ্ধয়িত্বা সাধুস্তস্মৈদদাতি, তদ্বৎ সূর্য্যোপি আয়ুস্তস্মৈ বিপুলী কৃত্যদদাতি, কল্যাণায় সর্ব্বেষাং উদ্যন্, অস্তঞ্চয়ন্ ইতি সন্তৃঙন্ত প্রয়োগেন বর্ত্তমানং শূচয়তীতি, ভাবঃ উদ্যন্, বর্ত্তমানে এবং করোতি ভবিষ্যৎ কালে কিং করিষ্যতি তন্ন জানে॥ পাঞ্চাল, গৌড়, বৈদর্ভ, লাটি চতুর্ব্বিধাভাষা, ইতি তাম্রলাটিরিত্যনুসারেণ দর্শয়তি, বিশেষণেন বিশেষ্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ যথা সার্দ্ধনবমদশা প্রাপ্তায়াবিরহিণ্যা। কাব্যশ্লোকেন আশ্বাসনং, অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনামুদয়গিরিবনালীতি। অয়ং পদ্মিনীমুদ্রাভঞ্জনোভানুরুদেতি

অয়ং পদেন রবিঃ পদ্মিনীমুদ্রাভঞ্জনঃ সন্ উদেতি, উদিতস্তু তস্যাঃ সুখং বিধাস্যতি। তথা অসৌ উদ্যন্ আয়ুর্হরতি উদিতস্তু দুঃখং দাস্যতীতিভাবঃ। নিমেষত্রয়ঃ কালঃ ক্ষণঃ অত্রাপি ক্ষণপদেন অত্যল্পকালেনাপি নামকর্ত্তুর্জীবন সাফল্যং অনেকেন কালেন কিং তৎবক্তুং নশক্যতে॥ যথা একশাখা-ফলিতে বৃক্ষঃ ফলবান্ ইত্যুচ্যতে তদ্বৎজীববৃক্ষস্য একদেশ ফলিতে অপর ফলাসাবর্দ্ধতে। হরিদাসোম্রিয়তে ইতি দৃশ্যতে চেৎ, তত্রাহ মৃতিরত্যন্ত বিস্মৃতিঃ নতু হরিদাসস্য মরণান্তে স্মৃতি ভ্রমঃ জড়ভরতবৎ পরজন্মনি অপি হরিং স্মরেৎ কিন্তুৎ অহহঃ পাঞ্চভৌতিকে দেহে পুনর্ণগমিষ্যামি। বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং প্রদহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাদি ত্যাগ মন সকথং দুঃখং প্রাপ্নুয়াদিতি চেৎ তদাহ মন্বাদিমতাবিরোধার্থং ॥১॥ ভক্তি উৎকণ্ঠা বৃদ্ধ্যর্থং ॥২॥ স্বভক্তেরহস্যার্থং ॥৩॥ উক্ত প্রমাণেন সর্ব্বং পাপং যদিদহেৎ তৎ মন্বাদি মত উৎখাতো ভবিষ্যতি। অতএব নামকারিনামপি দুঃখং দৃশ্যতে। নহি সুখং দুঃখৈ-র্বিনালভ্যতে ইতি রহস্যে। হরিবিরোধিনাং মন্বাদিমতেনাপি ভঞ্জনং ভবতু। উৎকণ্ঠা যথা দ্রৌপদী দুঃখং প্রাপ্যাপি হরিং সস্মার। উত্তমশ্লোক ইতি সূর্য্যস্তু তমোনাশক উত্তমশ্লোকস্তু তামসা ভাবাৎ তৎসম্বন্ধে তস্য নাধিকারঃ॥

কোন জন নিজ দেশ হইতে, ক্রোশান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রামান্তরে যাইতে হইলে পৃথুক ও পাথেয় দণ্ড ছত্রাদি সম্বল করিয়া গমন করিয়া থাকে, জীব যে দেহান্তে অনির্দ্দিষ্ট, অসংখ্য, পথ অতিক্রম করিয়া কত দূরদেশে যাইবে তাহা ভাবিয়াত কোনই সম্বল করিতেছে না, যে দেশে বারমাস

গৃহ দাহ ভয় প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের উচিত জলপূরিত কুম্ভ সততই গৃহে বাঁধিয়া সতর্ক হওয়া, তাহারা যদি মনে করেন, যে যখন গৃহে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে তখনই ক্ষেত্রে পাট বুনিয়া রজ্জু করিয়া লইব, তখনই কূপ খনন করিয়া কলসী গড়িয়া, জল তুলিয়া, গৃহের অগ্নি নির্ব্বান করিয়া দিব, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? কদাচ ইহা সম্ভাবিত নহে, অগ্নি জ্বলনের পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে হয়। জীবের মধ্যে যাহারা নরজাতীয় পুরুষ তাহাদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়। বিশ্বগুরু বেদব্যাস, পুরুষ শব্দ প্রয়োগ দ্বারায় শাসনের সহিত উপদেশ করিতেছেন "পুরৌ-শেতে ইতি পুরুষঃ" অর্থাৎ সপ্তধাতুময় পুরীতে যে বাস করিতেছে, তাহার নাম পুরুষ। জীবমাত্রই যে ধাতুময় কারাগৃহেতে আবদ্ধ হইয়া সংসার যাতনা অনুভব করি-তেছে, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব উহাদের সর্ব্বতোভাবে উচিত মোক্ষদ গোবিন্দ চরণে সর্ব্বভার সমর্পণ করিয়া গোবিন্দ নাম কীর্ত্তন করা। অকারণ কারুণিক জগৎগুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন, জীব! এখনও সতর্ক হও, ঐ দেখ কৃতান্ত যমের পিতা মার্ত্তণ্ড উদয়াচলে উদয় হইতে হইতে অস্তাচলে অস্ত যাইতে যাইতে পুরুষ-দিগের আয়ুহরণ করিতেছেন। জীব! মনে করিতেছে যে অদ্য-গত কল্য আগত কল্যগত পরশ্ব আগত এইরূপে দিন দিন আমা-দিগের আয়ুবৃদ্ধি হইতেছে, দেবদত্তের পুত্র যজ্ঞদত্ত জন্মগ্রহণ করিল। দেবদত্ত মনে করিলেন, আমার যজ্ঞদত্ত কুমারা-বস্থা অতিক্রম করিয়া পৌগণ্ড অবস্থায় পদার্পণ করিল। ইহার পর পৌগণ্ড অতিক্রম করিয়া কৈশোরাবস্থা লাভ

করিবে। পরে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবন লাভ করিবে। ক্রমে যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা লাভ করিবে ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। ফলতঃ যম-পিতা সূর্য্যদেব কাল-চক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে জীবের আয়ু ভোজন করিতেছেন। বৈ, শব্দ প্রয়োগ দ্বারা নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আর প্রমাণ দেখাইতে হইবে না, যেমন বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হইল ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরোদ্গম ক্রমে দ্বিদল ক্রমে কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পল্লব, মঞ্জরী, ফল, ফলিল, ক্রমে ফল পাকিয়া উঠিল, ক্রমে কালরূপ বায়ুচালন মাত্রেই ধরাস করিয়া ফল ভূঁয়ে পড়িয়া গেল। বৃক্ষ শুকাইয়া গেল, ভূঁয়ের ফল পশু পক্ষীরা ভোজন করিল, সেরূপ যজ্ঞদত্ত জন্মিলেন। ষড়্ভাব* প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে বিশ্ব নাট্যশালার মহা-পটক্ষেপণ হইল। পরমগুরু পুরুষ শব্দ প্রয়োগ করিয়া পুনঃ ইহাই যেন বুঝাইতেছেন, যে ঐ সূর্য্যদেব উদিত এবং অস্তমিত হইয়া, তৎপদবাচ্য, গোবিন্দ নাম পরায়ণ হইয়া ক্ষণমাত্র কালও যে অতিবাহিত করিতেছে ঐ উত্তম-শ্লোক লীলানুশীলনকারীর আয়ু ব্যতিরেকে পুরুষ মাত্রেরই আয়ুহরণ করিতেছেন। হরিনাম করিতে ব্রহ্মচারী, গৃহী, বান প্রস্থ, ভিক্ষুকগণই যে অধিকারী ইহা কেবল নহে, সামান্য পুরুষ মাত্রই নাম ভজনে অধিকারী, ইহা জানিতে হইবে। এবং পুরুষ শব্দে পুনঃ ইহাই যেন বুঝাইয়াছেন, কৌলীন্য, পাণ্ডিত্য, ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি দৃঢ় পাশ বিশিষ্ট মত্ত জনদিগের আয়ুই সূর্য্যদেব হরণ করিতেছেন। যাহারা, কাপুরুষ পদবাচ্য বৃষভ রাসভ তুল্য দ্বিপদ পশু উঁহাদের আয়ুহরণ

* জায়তে, ১ অস্তি, ২ বর্দ্ধতে, ৩ বিপরীনমতে, ৪ অপক্ষীয়তে, ৫ নশ্যতি ৬।

করিয়াও করিতেছেন না, যেহেতু দ্বিপদ পশুদিগের পূর্ব্বনিয়তির অনুসারেই আয়ু অপহৃত হইতেছে, উহারা সংসার মদিরা পান করিয়া একেবারেই মত্ত হইয়া রহিয়াছে, একবারও ভ্রমেতে মনে করে না যে আমি কে, কোথা হইতে আসিলাম, কে আমাকে পাঠাইল, কোথায় বা আসিলাম। কি করিতে আসিলাম, কি বা করিতেছি। নিতরাং উহাদিগের যেহেতু ভাল মন্দ কিছুই জ্ঞান নাই। যেমন বৃক্ষ গ্রীষ্মাক্রান্ত পথিককে ছায়াদান করিয়া এবং ঝঞ্ঝা উন্মূলনে পথিককে বিনাশ করিয়া পুণ্য এবং পাপ এ উভয়ের কিছুরই ভাগী হইতেছে না। ব্যাঘ্র গোহিংসা করিয়া এবং আমিষাভাবে যদি জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিব চতুর্দ্দশীব দিনেও উপবাস করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা অত্যন্ত জড়স্বভাব হেতু পুণ্য এবং পাপ এ উভয়ের কিছুরই ভাগী হইতেছে না। কবিচুড়ামণি হরতি শব্দ দ্বারায় ইহাই যেন বুঝাইতেছেন, যে ত্রিভুবন রাজা দিবাকর, বলপূর্ব্বক অহঙ্কারী পুরুষের আয়ুহরণ করিয়া লইতেছেন। যেহেতু আয়ুরূপ পরমধন অযোগ্য কাপুরুষদিগের প্রতি অর্পণ করা উচিত নহে, অতএব রে মত্তজীব! এবার দণ্ড করিয়া তোদের আয়ুধন কাড়িয়া লইলাম। এই রাজ দণ্ডে পবিত্র হইয়া আর যেন জন্মান্তরে ভগবানকে ভুলিয়া যাইও না। ইহা তোমাদিগের পরমকল্যান হইল। উদ্যন্ এবং যন্ এই বর্ত্তমান সূচক পদদ্বয় প্রয়োগ করিয়া ইহাই যেন বুঝাইতেছেন, যে রাজা সূর্য্য বর্ত্তমান সময় উদয় হইতে হইতে আয়ুরূপ পরমধন হরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, উদয়ের ভবিষ্যৎকালে একবারে আয়ু সমূলে নিঃশে-

ষিত করিবেন। চক্ষুর তিন পল কালের নাম ক্ষণ, ক্ষণপদ প্রয়োগ করিয়া শুকবাদরায়ণ ইহাই যেন বুঝাইতেছেন। যে হরিকথামৃতপানে যে জন অত্যল্পক্ষণ কালও অতিবাহিত করিতেছে তাহার জীবন যাত্রা সফল হইল, যেজন হরিকথামৃতপানে অধিক কাল অতিবাহিত করিবে সে জন যে নরোত্তম হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন দস্যু রত্নাকর, দস্যু অজামীল, দস্যু গুণনিধি প্রভৃতি ক্ষণকাল মাত্র হর হরি নাম স্মরণ করিয়া সংসারনরক হইতে মুক্ত হইয়াছিল। তোমরাও ঐরূপ হরিনাম করিয়া অনায়াসেই সংসার সাগর পার হইতে পারিবে। দুর্গা বলিয়াছেন, ভোলানাথ। হিংসাদি বিধিমাত্রই তামস অর্থাৎ যেমন কামাসক্ত হইবে না যদি হয় তবে স্বপত্নীতে আসক্ত হইবে, হিংসা করিবে না, যদি করে মদুদ্দেশে করিলে করিতে পারে, কিন্তু এ বিধির নিত্যতা নাই, অতএব পশুদান্ করিয়া ত্যাগ করিলেই আমি সন্তুষ্টা হই।

দয়ালু আশুতোষকে জগন্মাতা ভগবতী প্রাচীন শিবরহস্যে বলিদান সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এস্থলে নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করিলে ইহাই নিশ্চয় করা যায় যে, পশূর আলম্ভন অর্থে কদাচই পশুচ্ছেদন জানিতে হইবে না। দেবতার উদ্দেশে পশু সকল প্রোক্ষণ করিয়া উহাকে কুমারী অথবা ব্রাহ্মণদিগকে সম্প্রদান করিলে, উক্ত পশুর পালনে কুমারী সন্তুষ্টিতেই ভগবতী সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন। হরি তাই যেন উদ্ধবকে বলিয়াছেন, "পশূন্ অবিধিনালভ্য" ইত্যাদি। হরিস্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্বিনাসিনী হরির স্মৃতি সকল বিপদ বিনাশ করিয়া থাকে। এস ভাই! ঐ সকল বিধিনিষেধের অবাধ্য হইয়া হরি বলিয়া নৃত্য করি।